প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)
২৯ আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

সোস্যাল সিকিউরিটি পলিসি সার্পোট প্রজেক্ট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ

অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিমের সদস্য

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ঃ ১২ ঘন্টা

মডিউল সংকলনেঃ
সিরাজুল হোসেন, প্রাক্তন উপ-পরিচালক-এনআইএলজি
নূরুল ইসলাম, রিসার্চ অফিসার, এনআইএলজি

বিশেষজ্ঞ সহায়তায়ঃ
কাজল চ্যাটার্জী (পিএইচডি), প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, স্বপ্ন প্রকল্প-ইউএনডিপি
মোঃ শাহাদাত হোসেন, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, এসএসপিএস প্রোগ্রাম- ইউএনডিপি

তত্ত্বাবধানেঃ
গোলাম ইয়াহিয়া, (যুগ্ম-সচিব) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ)

উপদেষ্টাঃ
মোস্তফা কামাল হায়দার, (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক -এনআইএলজি

প্রস্তুতকরণেঃ
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি)

সোস্যাল সিকিউরিটি পলিসি সার্পোট প্রজেক্ট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ মডিউল
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ
অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিমের সদস্য

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণের মূখ্য উদ্দেশ্য
এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপজেলা রিসোর্স টিমের (URT) সদস্যগণকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বিষয়ে সমৃদ্ধ করা হবে এবং পরবর্তীতে URT এর সদস্যগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিবগণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে অধিকতর সক্ষম হবেন।

সু-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ঃ

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ -

- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে এবং ইউপি যে সকল কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ততা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।
- ✓ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমগুলো জীবন চক্রের আলোকে তুলে ধরতে এবং সুবিধাভোগীগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ উপাকারভোগী নির্বাচনের প্রক্রিয়াসমূহ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতিমালা, কমিটি গঠনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা এবং মনিটরিং ও রির্পোটিং এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগীদের জীবনমান স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক তথ্যাবলী সংগ্রহ পদ্ধতি ও সংরক্ষণ এবং এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সমূহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ প্রশিক্ষণ পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ মেয়াদকাল ঃ ২ দিন (১২ ঘন্টা)

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
প্রশিক্ষণ মূলত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ছাড়াও বক্তৃতা-আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর, দলীয় আলোচনা, ঘটনা উপস্থাপন খেলা ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। প্রশিক্ষণ পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ:

- ❖ বক্তৃতা-আলোচনা
- ❖ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা (কেইস স্ট্যাডি)

- ❖ দলীয় আলোচনা (বড় দলে বা ছোট দলে)
- ❖ প্রশ্নোত্তর
- ❖ উদ্দীপক গেইম
- ❖ অনুশীলন
- ❖ প্রদর্শন ও বর্ণনা (ভিজ্যুয়ালাইজেশন)
- ❖ অভিজ্ঞতা বিনিময়

সহায়কের করণীয়

প্রশিক্ষণকে আকর্ষণীয় ও প্রানবন্ত করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করা হবে:

১) প্রশিক্ষণ শুরুর আগে সহায়ক প্রতিটি অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা ও প্রস্তুতি নিবেন। উল্লেখ্য যে, বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেয়ার জন্য সহায়ক ভালভাবে সহায়িকা পাঠকরবেন। তা না হলে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা সম্ভব হবে না।

২) বিভিন্ন অধিবেশন উপস্থাপনে যেসব উপকরণ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন- ট্রান্সপারেন্সী শিট, পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শনের জন্য স্লাইড, হ্যান্ড আউট, ছবি, আলোচনার বিষয়বস্তু অনুশীলন, কেইস, ইত্যাদি আগে থেকে সংগ্রহ কিংবা প্রস্তত করে রাখবেন যাতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার সময় কোনকিছু খোঁজাখুঁজি করতে না হয়।

৩) এছাড়া প্রশিক্ষণ পরিচালনার সময় অন্য যেসব উপকরণের প্রয়োজন হবে, যেমন- কম্পিউটার/ল্যাপটপসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও অন্যান্য উপকরণ, মার্কার, আর্টলাইনার, বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, ভিপ কার্ড, স্কচ টেপ, পুশ পিন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাতা, কলম, নেম কার্ড, সহায়ক উপকরণ ইত্যাদি প্রশিক্ষণ আয়োজনের আগে সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

৪) অধিবেশন পরিচালনার সময় সকল প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। এতে প্রশিক্ষণ অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও অংশগ্রহণমূলক হবে।

৫) সকল প্রশিক্ষণার্থীর প্রতি সমান দৃষ্টি দিতে হবে এবং সবার মতামতের প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করে প্রশিক্ষক কারো প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব কিংবা কারো মতামতকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এতে অন্যরা নিরুৎসাহিত হতে পারে।

৬) কোন প্রশিক্ষণার্থী অমনোযোগী হলে তার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করতে হবে। মনোযোগ আকর্ষণের কৌশল হিসাবে কোন বিষয়ে তার মতামত চাওয়া যেতে পারে।

৭) কোন বিষয়বস্তু আলোচনার সময় প্রশিক্ষণার্থীদের আত্মসম্মানে লাগে কিংবা তারা বিব্রত বোধ করে এমন কোন বক্তব্য বা উদাহরণ দেয়া এবং প্রয়োজন না হলে কাউকে সরাসরি প্রশ্ন করা বিরত থাকা বাঞ্চনীয় হবে। এছাড়া বিষয়বস্তুর উপর খুব সমালোচনা মুখর হওয়ার প্রতি অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে।

৮) আলোচনা যাতে সবসময় প্রাসঙ্গিক থাকে সে দিক খেয়াল রাখতে হবে। আলোচনা বিষয়বস্তুর বাইরে চলে গেলে কৌশলে তা প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৯) প্রশিক্ষণ পরিচালনায় আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু উদ্দীপক কার্যক্রম পরিবেশন করা যেতে পারে।

১০) প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা প্রদান করা প্রয়োজন।

১১) প্রতিটি অধিবেশনের শেষে আলোচিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ পর্যালোচনা করে উপসংহার টানতে হবে।

১২) আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হবে যাতে প্রশিক্ষণার্থীরা আস্থার সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণের নীতিমালা

- সময়মত উপস্থিতি;
- মনোযোগী হওয়া;
- না বুঝলে প্রশ্ন করে জেনে নেয়া;
- পারস্পরিক সহমর্মিতা;
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা;
- পাশাপাশি কথা না বলা;
- সকল কাজে অংশগ্রহণ;
- প্রশিক্ষণ ভেন্যুর নিজস্ব নিয়ম মেনে চলা;
- আলোচনার সময় মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা;
- বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা;
- মোবাইল ফোন বন্ধ রাখা;
- একান্ত প্রয়োজন ছাড়া শ্রেণিকক্ষের বাইরে না যাওয়া;

অধিবেশনসমুহ

১. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও উদ্বোধন।

২. প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী, প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স পূর্বমূল্যায়ন।

৩. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও প্রেক্ষাপটঃ

- সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা।
- ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করে।
- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা।

৪. জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহঃ

- জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ধারণা।
- জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

- জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট।
- মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিধিমালা অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া।
- একটি সফল প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেইস স্ট্যাডি ।
- প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে কমিটি গঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।

৬. উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকাঃ

- কর্মসূচিবাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।
- উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

৭. অধিবেশন উপস্থাপন।

- অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয়
- সেশন উপস্থাপন -
- সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ও সামাজিক সেবা
- জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচি
- উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া
- সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউপি'র ভূমিকা।

৮. স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল।

৯. স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা।

১০. কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী।

প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ

অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিমের সদস্য

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

১ম দিন

অধিবেশন	গময়	বিয়য়বস্তু
	৮.৩০-৯.০০	রেজিস্ট্রেশন
১	৯.০০-৯.৩০	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও উদ্বোধন
২	৯.৩০-১০.৩০	প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী, প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স পূর্ব মূল্যায়ন
	১০.৩০-১১.০০	চা বিরতি
৩	১০.০০-১২.০০	**সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও এর প্রেক্ষাপট** • সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা। • ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি প্রকল্প সরাসরি বাস্তবায়ন করে। • জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা
৪	১২.০০-১.০০	জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ • জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ধারণা। • জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ;
	১.০০-২.০০	নামাজ ও দুপুরের খাবারের বিরতি
৫	২.০০-৩.৩০	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া • জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট। • মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিধিমালা অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া।

		• একটি সফল প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেস স্ট্যাডি । • প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে-কমিটি গঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।
	৩.৩০-৩.৪৫	চা বিরতি
৬	৩.৪৫-৫.০০	উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা • কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা। • উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা। • পরবর্তী দিনে অধিবেশন উপস্থাপনের জন্য দল গঠন এবং দলীয় কাজ সম্পর্কে অবহিতকরণ।
২য় দিন		
	৯.০০-৯.৩০	পূর্ব দিনের পর্যালোচনা
৭	৯.৩০-১১.০০	প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক অধিবেশন উপস্থাপন: • অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয় সেশন উপস্থাপন - • সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ও সামাজিক সেবা • জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচি • উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া • সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউপি'র ভূমিকা।
	১১.০০-১১.৩০	চা বিরতি
৮	১১.৩০-১২.১৫	স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল
৯	১২.১৫-১.০০	স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা
১০	১.০০-১.৩০	কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী

অধিবেশন-১

বিষয়: প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, পরিচিতি ও উদ্বোধন
সময়: ৩০ মিনিট
উদ্দেশ্য:

- ✓ কোর্স পরিচালক/সমন্বয়কের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করা;
- ✓ প্রশিক্ষণার্থীগণ একে অপরের সাথে পরিচিত করানো;
- ✓ অতিথিদের উদ্দীপনামূলক আলোচনা, প্রশিক্ষণ সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ - ১: সময় ৫ মিনিট

কোর্স পরিচালক/সমন্বয়ক অধিবেশনে সকলকে স্বাগত জানাবেন এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করবেন।

ধাপ - ২: সময় ৫ মিনিট

এবার অতিথিদের সাথে প্রশিক্ষণার্থীগণকে পরিচিত করাবেন। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ নিজ পরিচয় প্রদান করবেন ।

ধাপ - ৩: সময় ২০ মিনিট

এপর্যায়ে অতিথিগণ উদ্দীপনামূলক বক্তব্য প্রদান করবেন। মুলত: অতিথিগণ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। বক্তব্য শেষ হওয়ার পর অতিথি এবং প্রশিক্ষণার্থীগণকে ধন্যবাদ দিয়ে কোর্স পরিচালক/সমন্বয়ক অধিবেশন শেষ করবেন।

অধিবেশন - ২

বিষয়: প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী, প্রত্যাশা এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কোর্স পূর্ব মূল্যায়ন

সময় ৬০ মিনিট

উদ্দেশ্য:

- ✓ প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য কোর্সের নিয়মাবলী ও করণীয় সম্পর্কে অবগত করানো;
- ✓ প্রশিক্ষণ কোর্সের শিখন বিষয়ে প্রত্যাশাগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়া;
- ✓ কোর্স পূর্ব মূল্যায়ন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টমিং

✓ ভিপ কার্ড, পোষ্টার প্রর্দশনী

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১: সময় ১৫ মিনিট

অধিবেশনে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করা। এ পর্যায়ে একটি উদ্দীপক গেইমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণকে উজ্জীবিত করা।

ধাপ- ২: সময় ৫ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। উত্তরগুলো বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করা।

ধাপ- ৩: সময় ১০ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীগণকে VIPP কার্ড এবং মার্কার সরবরাহ করা এবং প্রশিক্ষণ থেকে যা শিখতে চান তা কার্ডে লিপিবদ্ধ করা। কার্ড গুলো সংগ্রহ করে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থাপন করা।

ধাপ-৪: সময় ২০ মিনিট

প্রশিক্ষণার্থীগণকে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা।

ধাপ-৫: সময় ১০ মিনিট

২ দিনের সামগ্রিক প্রশিক্ষণসূচি পোষ্টার/স্লাইডের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রশিক্ষণসূচির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে কোন ব্যতিক্রম থাকলে তা সমন্বয় করা। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষনা করা।

অধিবেশন - ৩

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও এর প্রেক্ষাপট

অধিবেশন - ৩

বিষয়: সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও এর প্রেক্ষাপট

সময়: ৬০ মিনিট

উপবিষয়ঃ

৩.১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা।

৩.২ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিক নির্দেশনা (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহ)।

৩.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা; ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সমৃক্ত সেসব কার্যক্রমের বাস্তবায়নের নিয়মাবলি: সরকারি গেজেট, প্রজ্ঞাপন, বিধিমালা, নীতিমালা ইত্যাদি।

উদ্দেশ্যঃ

- ✓ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মাবলী, গেজেট, প্রজ্ঞাপন, বিধিমালা ও পরিপত্র সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ✓ ইউনিয়ন পরিষদ যেসব সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সমৃক্ত তা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ✓ বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা, প্রেক্ষাপট, বাস্তবায়ন কৌশল এবং তাত্ত্বিক বিষয় সম্পর্কে তুলে ধরতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতিঃ

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ প্রশ্ন-উত্তর

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১: সময় ১৫ মিনিট

সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণের নিকট সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক ধারণা জানতে চাইবেন। অংশগ্রহণকারীগণের ধারণাসমূহ পয়েন্ট আকারে পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন। এরপর সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোষ্টারের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা প্রদান করবেন; পরবর্তীতে সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবার তুলনামূলক আলোচনা তুলে ধরবেন।

ধাপ- ২: সময় ২৫ মিনিট

সহায়ক ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলীর মধ্যে কোন কোন কাজ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাধীন তা প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থিগণের মতামত সংগ্রহ করবেন এবং মূল পয়েন্ট পোষ্টার পেপারে লিখবেন যা পরবর্তী সেশনে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করবেন। এরপর সহায়ক পূর্বে তৈরিকৃত স্লাইড/ পোষ্টারে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির তালিকা উপস্থাপন।

ধাপ- ৩: সময় ২০ মিনিট

এই পর্বে সূচনাতে সহায়ক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে সম্পর্কে প্রশিক্ষনার্থীগণ জানে কি না তা জানতে চাইবেন এবং তাদের ধারণার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের প্রেক্ষাপট তুলে ধরবেন। এরপর পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোষ্টারের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিক নির্দেশনা (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক) তুলে ধরবেন।

পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-৩: সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও এর প্রেক্ষাপট

৩.১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা।

সামাজিক নিরাপত্তা

মানুষের দারিদ্র্য, আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি ও বঞ্চনা ইত্যাদি প্রশমন এবং সর্বোপরি সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্যে গৃহীত বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগকে সাধারণ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয়। তবে সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞার বিষয়ে বিভিন্ন দেশে ও সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশে সামাজিক ভাতা, খাদ্য নিরাপত্তা, মানব উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিমুলক কার্যক্রম সমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সামাজিক সেবা-

নাগরিক জীবনে একটি সমাজের অনেক ধরনের চাহিদা থাকে। অর্থাৎ সামাজে বসবাস করতে হলে অনেক ধরনের সেবার প্রয়োজন হয়। যেমন পানীয় জলের সুবিধা, স্বাস্থ্য সুবিধা, স্যানিটেশন সুবিধা, শিক্ষার সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ সেবা মানুষের জীবনযাত্রাকে সচল রাখে। এই সকল সুবিধা বা সেবার চাহিদা কিন্তু একটি পরিবার বা সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সেবার মান বা চাহিদা বাড়তে থাকে। জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক এই ধরনের সেবার প্রদানে জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং বানিজ্যিকভাবে সেবাদানকারী বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হয়। সৃষ্টির শুরু থেকে সামাজিক সেবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সমাজ জীবনে সামাজিক সেবা খুবই অপরিহার্য্য।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামাজিক সেবার একটি অংশ বিশেষ। সামাজিক নিরাপত্তা সমাজের দুঃস্থ পরিবার বা অবহেলিত মানুষের জীবন রক্ষার জন্য নূন্যতম সহায়তা প্রদান করে। অপরদিকে সামাজিক সেবা হচ্ছে আরো ব্যাপক জীবনমান রক্ষার জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সামাজিক সেবার অংশ।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর (এসডিএফ) অন্তর্ভুক্ত নীতি ও কর্মসূচিসমূহের অংশ। এসডিএফ হলো একটি বড় ছাতা যার ছায়াতলে রয়েছে সরকারের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পয়:নিষ্কাশন ও পানীয় জল সরবরাহ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পরিবেশ রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ক ঘোষিত কৌশলসমূহ। এ কাঠামোর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাপকভিত্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ একগুচ্ছ নীতির ব্যবস্থা করা যা উন্নয়ন প্রয়াসের প্রেক্ষিতে অধিকতর সমতা ও ন্যায্যতা এবং সামাজিক ন্যায় বিচার অর্জনে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে পারে।

৩.২ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কমসূচি সরাসরি বাস্তবায়ন করে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির ধারাবাহিক কার্যক্রম ও বর্তমান অবস্থা

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত জ্ঞান ও ধারণার উপর ভিত্তি প্রাপ্ত। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস, যা বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার রূপরেখা সহায়তা করেছে। দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূরীকরণে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিগত দশকগুলোতে সরকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিকদের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল শক্তিশালী সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার অব্যাহত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা বজায় রেখেছে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করত প্রভিডেন্ট ফান্ড যা ছিল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিখাতের কর্মচারীদের জন্য সঞ্চয়ের একটি বাহন। এর মাধ্যমে কর্মচারীগণ অবসরে যাওয়ার সময় একটি এককালীনভাতা পেতেন। যাহোক, ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকট ও আশির দশকে সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যা

এবং এ ধরনের অন্যান্য সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচি ছিল মূলত বিদেশি সহায়তাপুষ্ট গণপূর্ত কর্মকান্ড ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি। আশির দশকের শেষ দিকে সরকার এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করে যেগুলো জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে ছাত্র উপবৃত্তি কর্মসূচি এ ধরনের একটি কার্যক্রম। নব্বই দশকের শেষ দিকে সরকার বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতার মত জনপ্রিয় কর্মসূচি গুলোতে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু করে। এছাড়া দাতাগোষ্ঠী ও বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ হয়। এসব কর্মসূচির মধ্যে সমাজসেবামূলক কাজ ছাড়াও সামাজিক অনুদানমূলক (সোশ্যাল ট্রান্সফার) কাজও রয়েছে।

ক্রমন্বয়ে খাদ্যসহায়তার পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রদত্ত সহায়তার হার বৃদ্ধি পায়। নগদ টাকা মূলত জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিগুলোর মাধ্যমে দেয়া হতো। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেশিরভাগ বিদেশি খাদ্যসহায়তা কার্যক্রম প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এর পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে (কর রাজস্ব হতে) খাদ্যশস্য প্রদান শুরু হয়। এনজিও ও সরকার কর্তৃক গৃহীত ছোট আকারের প্রকল্পের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়; এসব প্রকল্পে কিছু সামাজিক নিরাপত্তামূলক উপাদান থাকত। এসমস্ত উদ্যোগের ফলে গত চার দশকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির তালিকা দীর্ঘায়িত হয়েছে, যা দারিদ্র্যের তীব্রতা প্রশমনের পাশাপাশি দুর্যোগ পরিস্থিতি উত্তরণের সক্ষমতা নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের প্রকৃত অবস্থা

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ জটিল। বহুসংখ্যক কর্মসূচি নিয়ে গঠিত এবং অনেক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক হিসাব মতে, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় বর্তমানে বাজেটের অর্থায়নে ১৪২টি কর্মসূচি রয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এসব কর্মসূচিতে ৩৪০.৬ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়, যা জিডিপির ২.৩১ শতাংশ। এসব কর্মসূচি ২৩টি বা তারও বেশি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত এবং বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই।

কর্মসূচিসমূহের দ্রুত বিস্তারের কারণে অধিকাংশ কর্মসূচির বাজেট আকারে ছোট এবং সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা প্রাপ্তির পরিমাণও কম। সুবিধাভোগীদের সংখ্যা বাড়লেও সুবিধাভোগী নির্বাচনের ত্রুটি এটা নির্দেশ করে যে এক্ষেত্রে উন্নতি প্রয়োজন।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি খুবই কম। অধিকন্তু প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ নামমাত্র সুবিধা পেয়ে থাকে। বিদ্যালয়গামী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি সর্বোচ্চ হলেও তারা যে টাকা পায় তা পরিমাণে খুবই কম। টাকার অংক পরিমাণে কম হওয়া এমন একটি সমস্যা যা বাংলাদেশের প্রায় সব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে দেখা যায়।

ক্ষুধা নির্মূল ও গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর বেশি নজর দেয়ার ফলে কর্মসূচিতে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ হার ও কর্মসূচির অর্থায়ন এ দুটো দিক দিয়ে বাংলাদেশে খাদ্য সহায়তা ও পল্লী কর্মসংস্থানভিত্তিক কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। গত ১০ বছরে জিডিপির দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও কৃষি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় ক্ষুধা ও খাদ্য দারিদ্র্যের প্রকোপ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, কৃষি শ্রম বাজার সংকুচিত হয়ে আসায় প্রকৃত কৃষি মজুরির হার বেড়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং দারিদ্র্য ঝুঁকির রূপরেখাও পরিবর্তিত হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বহুলাংশে গ্রামীণ দরিদ্রদের ঝুঁকি হ্রাসের উপর নিবদ্ধ। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশমান ধারা বা রূপান্তরে দেশজ আয়ে ও কর্মসংস্থানে গ্রামীণ অর্থনীতির অংশ কমছে এবং নগর এলাকার বস্তির দরিদ্র ও নাজুক জনগোষ্ঠীর উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। নগর অর্থনীতির দ্রুত বিকাশ হচ্ছে এ কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে এসব পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক ও সামাজিক গতিশীলতাকে কৌশলগতভাবে অনুধাবন করে সেসব কর্মসূচি নেয়া দরকার যা বসবাসের স্থান বা এলাকা নির্বিশেষে দরিদ্র ও নাজুক জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি কমানো যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ জন গোষ্ঠীর জীবন যাত্রা চলমান রাখা এবং সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আয় বৈষম্য কমিয়ে আনা। সামাজিক নিরাপত্তার ধারনামূলক বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ:

- দারিদ্র্য ও বিপন্ন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত সহায়তা;
- দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম হাতিয়ার;
- সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে;
- ধনী ও অতিদরিদ্রের আর্থিক ব্যবধান কমাতে সহায়তা করে;
- দরিদ্র পরিবারে নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরি করে...
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করার সুযোগ তৈরি করে;
- দেশের নিম্নবৃত্ত জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়;
- পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে;
- দারিদ্র্য ঝুকি মোকাবেলায় ইন্সুরেন্স পলিসির মতো কাজ করে;
- দেশের নিম্নবৃত্ত জনসাধারণকে দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা;
- সরকারের দক্ষতা ও জনসমর্থন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্বীকৃত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা সহজতর।
স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী মূলত: নিম্নরূপ:

১) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি
২) জনশৃঙ্খলা রক্ষা
৩) জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদিত সেবা
৪) স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পাদিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

উল্লেখিত প্রধান কার্যাবলীর ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ আইনের দ্বিতীয় তপশিলে ৩৯টি কার্যাবলী বিবরণ রয়েছে। উক্ত কার্যাবলীর (৩৯টি) মধ্যে ৮নং ক্রমিকে বর্ণিত পারিবারিক বিরোধ যেমন-নারী ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও ৩১নং ক্রমিকে বিধবা, এতিম, গরিব, দূঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংখ্যা ও তাদের সাহায্য করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ আইনের ৪৪নং ধারা অনুযায়ী পরিষদের সকল কার্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে অর্থাৎ পরিষদের সভায় বা স্থায়ী কমিটি সমূহকে সভায় চেয়ারম্যান, সদস্যগণ কর্তৃক নিস্পন্ন করার উল্লেখ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের আইনের ৪৫ নং ধারার ১৩টি

স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি হচ্ছে সমাজ কল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। কমিটির কার্যপদ্ধিতির আওতায় কাজগুলো নিম্নরূপ:

- ইউনিয়ন এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা;
- ইউনিয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে পরিষদকে সহায়তা করা;
- স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা;
- নিবন্ধিত স্থানীয় স্বেচ্ছসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নমূলক কাজ পর্যবেক্ষণ ও কারে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে সুপারিশ করা;
- নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ ও নারীর শ্লীলতাহানী বন্ধের জন্য সামাজিক প্রতিরোধ তৈরিতে স্কুল, কলেজ, মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষক এবং মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরহিতগণের মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও চাহিদার আলোকে এ বিষয়ে কমিটি কর্তৃক অগ্রাধিকারকৃত যে কোন কাজ;
- ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকার প্রদত্ত অন্যান্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

বর্তমান বৃহত্তর আকারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারি কর্মচারীদের পেনশন

২) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় (ক) বয়স্কভাতা (খ) বিধবা ভাতা (গ) প্রতিবন্ধি ভাতা (ঙ) মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা;

৩) মহিলা শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভিজিডি;

৪) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় প্রাথমিক উপবৃত্তি;

৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাধ্যমিক বৃত্তি;

৬) দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় কর্মসৃজন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি;

৭) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় খোলা বাজারে খাদ্য শস্য বিক্রয়।

যে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউয়িনয় পরিষদের ভূমিকা রয়েছে তা নিম্নরূপঃ

ক.	ভাতা কর্মসূচি
১.	বয়স্কভাতা
২.	বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা
৩.	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা
৪.	অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা
৫.	সরকারি/বেসরকারি এতিমখানায় গ্রান্ট
৬.	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা

খ.	খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা
১.	ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding)
২.	ওএমএস (Open Market Sales)
৩.	টিআর (Test Relief)
৪.	ভিজিডি (Vulnerable Group Development)
৫.	জিআর (Gratuitous Relief)
৬.	অতিদরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
৭.	সংরক্ষিত বরাদ্দ-প্রাকৃতিক দুর্যোগ

গ.	সরকারি কাজ/কর্মসংস্থান সৃজন
১.	কাজের বিনিময়ে খাদ্য
২.	৪০ দিনের কর্মসৃজন কর্মসূচি
৩.	গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও গ্রামীন রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি
৪.	দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি
৫.	গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুযোগ

ঘ.	মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন
১.	ভিজিডি-অতিদরিদ্র নারীদের জন্য
২.	মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সামাজিক নিরাপত্ত প্রকল্প এবং কর্মসূচির বিবরণঃ

কর্মসূচির নাম	কর্মসূচির নাম
বয়স্কভাতা	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন
বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা	ভিক্ষুক পুনর্বাসন
বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	সরকারি শিশু পরিবারে শিশু প্রতিপালন
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি	প্রতিবন্ধী ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার

ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমাজকল্যাণ ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি উপোরোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.৩ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের প্রেক্ষাপট ও সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিক নির্দেশনা (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিষয়সমূহ);

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ সরকার দেশের দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসে এবং জনসাধারণের জীবনমানের উন্নয়নে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের এ অঙ্গীকার বিধৃত হয়েছে রূপকল্প ২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) দলিলে। এ প্রতিশ্রুতির অন্তর্নিহিত অভীষ্ট লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য হ্রাসে অর্জিত বিগত অগ্রগতিকে ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়ার সমান্তরালে দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন ও তার টেকসই সমাধান। পাশাপাশি, দরিদ্র জনগণ যে ধরনের ঝুঁকিতে রয়েছে তার প্রভাব কমানোর মাধ্যমে এ অগ্রযাত্রাকে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। এটি অনস্বীকার্য যে দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের অতীত সাফল্য প্রশংসনীয় হলেও জনগণের এক বিরাট অংশ নানাবিধ কারণে এখনো দারিদ্র্যঝুঁকিতে রয়ে গেছে; যাদের মধ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠী ছাড়াও রয়েছে দারিদ্র্য সীমার কিছুটা উপরে অবস্থানকারী কিন্তু নানা কারণে দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা মানুষজন। দেখা গেছে, দরিদ্র ও প্রায়-দরিদ্র মানুষেরা তাদের নিজস্ব সম্পদ দিয়ে এসব ঝুঁকি ও বিপর্যয় মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না।

এসব ঝুঁকি মোকাবেলায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সহায়তাকল্পে সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি চলমান রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা গেছে, দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত এসব কর্মসূচির আওতা ও পরিধি সময়ের সাথে বেড়েছে। কিন্তু তথ্য প্রমাণে এটাও দেখা যায় যে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ এখনো এসব কর্মসূচির আওতায় আসেনি। এছাড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ থেকে প্রাপ্ত গড় সুবিধার পরিমাণ খুবই কম এবং প্রকৃতমূল্যে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে একটি উত্তম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে ব্যয়িত অর্থের যে প্রভাব থাকে সে তুলনায় এসব কর্মসুচিতে ব্যয়িত অর্থের প্রভাব অনেক কম।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলঃ

সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রেক্ষিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিকনির্দেশনাঃ একটি বৃহত্তর সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো (এসডিএফ) গঠন করে সামাজিক নিরাপত্তার নীতিকে অন্যান্য নীতি ও কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তার সকল কর্মসূচি সম্মিলিতভাবে একিভূত করা প্রয়োজন। সামাজিক উন্নয়ন কাঠামোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো ব্যাপকভিত্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ণ করা যা বাংলাদেশকে এর উন্নয়ন প্রচেষ্টার পটভূমিকায় অধিকতর সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনে সহায়তা করবে। এ লক্ষ্যে অনেকগুলো যেমন দারিদ্র্য নিরসন কৌশল, শিক্ষা কৌশল, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কৌশল, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ কৌশল, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন কৌশল, নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার কৌশল, নৃগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কৌশল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ইত্যাদি সকল কর্মসূচি সমন্বয় করতে হবে। এসব কর্মসূচি ও কৌশল প্রকৃতিগত দিক দিয়ে পরস্পরের পরিপূরক এবং দারিদ্র্য হ্রাসের উপর কর্মসূচির প্রভাবকে জোরালো করে, দরিদ্রদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মাত্রা কমায় এবং দৃঢ় সামাজিক ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের রূপকল্প: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে নাগরিকদের অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকারের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় সুরক্ষা কৌশলের উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা যা বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, যা ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সংকট ও ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠিকে অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান করবে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তার দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা হচ্ছে:

বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা দারিদ্র্য ও অসমতা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করতে পারে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।

এ দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্পকে সামনে রেখেই বর্তমান জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে। সুতরাং আগামী ৫ বছর সরকার এই দীর্ঘমেয়াদি দূরদৃষ্টি অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হতে যে সময় লাগবে সে বাস্তবতাকেও মেনে নেবে। সরকার একটি ব্যাপকভিত্তিক ও 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' ব্যবস্থার ভিত্তি গঠনের উপর জোর দেবে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের লক্ষ্য হবে:

সম্পদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে সেবাপ্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তার দিকে এগিয়ে যাওয়া যা হতদরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদের অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন ঝুঁকিসমূহ কার্যকরভাবে মোকাবেলা করবে।

জীবনচক্র ঝুঁকিসমূহ বিবেচনায় কর্মসূচির একীভূতকরণ: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহকে অল্প কয়েকটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একীভূতকরণের মাধ্যমে জীবনচক্র ব্যবস্থায় রূপান্তরে সহায়তা করবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ অগ্রাধিকার স্কীম চিহ্নিত করা এবং বেশিসংখ্যক দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে পদ্ধতিকে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক করা। এটা সম্ভব হবে অগ্রাধিকার স্কীমসমূহের পরিধি পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে এবং বাছাই প্রক্রিয়ায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক হবে না এবং ধর্ম, বর্ণ, পেশা ও অবস্থান নির্বিশেষে যারা আয় মানদণ্ড ও জীবনচক্র সম্পর্কিত অন্যান্য মানদণ্ড বা প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত অন্যান্য বাছাই মানদণ্ড পূরণ করে এরূপ সকল দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এর সুবিধা পাবে।

সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দিক নির্দেশনা (তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক)

বাংলাদেশের পটভূমিকায় একটি অধিকারভিত্তিক গতিপথে চলমান সামাজিক সুরক্ষ মঞ্চের (Social Protection Floor) অগ্রাধিকার নির্বাচনে যেসব বিষয়কে বিবেচনায় নিতে হবে সেগুলো হলো: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, আর্থিক সামর্থ্য, বিদ্যমান ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোর মন্থরতা এবং জরুরি সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা ইত্যাদি। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নের প্রাথমিক বছরগুলোতে অতি

দরিদ্র ও সমাজের সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত অংশের উপর জোর দিতে হবে। সেমতে আগামী ৫ বছরে যেসব অগ্রাধিকার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে সেগুলো হলো:

- সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও না পাওয়া এবং উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও সুবিধার আওতায় থাকা, কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধির সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি পরিহার করতে লক্ষ্য নির্দিষ্ট সার্বজনীন পদ্ধতি থেকে সরে আসা।
- মা ও শিশু, কিশোর ও যুবক, কর্মোপযোগী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী লোকদের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে হতদরিদ্র/অতিদরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রধান প্রধান কর্মসূচিসমূহের আওতা ও পরিধি সম্প্রসারিত করা। আগামী ৫ বছরের জন্য একটি মৌলিক লক্ষ্য হবে চরম দারিদ্র্য যতটুকু সম্ভব কমিয়ে আনা।
- এ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে অতি দরিদ্রদের করুণ অবস্থা বিবেচনায় তাদের উত্তরণকল্পে যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলোর ধারাবাহিক কিন্তু ব্যাপক ক্রমবৃদ্ধির প্রয়োজন। এর মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের জন্য প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ আয় উপার্জনের সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এবং পরিপূরক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ফলশ্রুতিতে তাদের জন্য চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলাদের জন্য আয়-নিরাপত্তার পাশাপাশি শ্রমবাজারের সাথে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে মাতৃত্বকালীন সময়ে।
- এমন একটি সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ নিতে হবে যা মানুষকে নিজের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম করবে এবং বার্ধক্যকালীন ঝুঁকি, অক্ষমতা, বেকারত্ব/কর্মহীনতা ও মাতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করবে।
- নগর এলাকার দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত অধিবাসীদের এবং সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের (স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষা) আওতা ও পরিধি বিস্তৃত করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন একটি কার্যকর দুর্যোগ সাড়াদান ব্যবস্থার সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে তা নিশ্চিত করা।
- আধুনিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষিত ও পেশাদার কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার মাধ্যমে অগ্রাধিকারভিত্তিক সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে উপকারভোগীদের সচেতনতা বাড়ানো এবং সম্ভাব্য দাতাশ্রেণিকে অনুপ্রাণিত করা।

অধিবেশন-৪

জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ

অধিবেশন-৪

বিষয়ঃ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ

সময় ৬০ মিনিট

উপবিষয়ঃ

৪.১ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা।
৪.২ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ;

উদ্দেশ্যঃ

- ✓ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসহ সুবিধাভোগীগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চিত্র সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পগুলো জীবন চক্রের আলোকে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতিঃ

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ প্রশ্ন-উত্তর
- ✓ স্লাইড/পোষ্টার প্রদর্শনী
- ✓ অনুশীলন

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়াঃ

ধাপ-১: সময় ১৫ মিনিট

অংশগ্রহণকারীগণ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়সমূহ বলতে তারা কী বোঝেন তা সহায়ক জানতে চাইবেন এবং ৩/৪ জনের মতামত শুনে জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোষ্টারের মাধ্যমে তুলে ধরে আলোচনা করবেন।

ধাপ- ২: সময় ৩০ মিনিট

এই পর্বে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের দলীয় কাজের জন্য ৪টি দলে ভাগ করবেন। এ ক্ষেত্রে একটি ম্যাট্রিক্সয়ের মাধ্যমে এ অনুশীলন করা হবে। ম্যাট্রিক্সয়ের ১ম কলামে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর নাম, ২য় কলামে কর্মসূচি এবং এর ৩য় কলামে জীবনচক্রের বিভাজন উল্লেখ থাকবে। চারটি দলে বিভক্ত অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক কার্যক্রমসমূহ কোন জীবনচক্রের আওতায় তা টিক চিহ্ন দিবেন। কাজ শেষে ৪টি দল তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করবেন।

ধাপ- ৩: সময় ১৫ মিনিট

উপস্থাপন শেষে সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোষ্টারের মাধ্যমে জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ আলোচনা করবেন। ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করবেন।

পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-৪: জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহ

৪.১ জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণাঃ

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য কেবল দারিদ্র্য মোকাবেলাই নয়, যেসব ঝুঁকি, অভিঘাত ও সংকটের কারণে পরিবারসমূহ সহজেই দারিদ্র্যের শিকার হতে পারে বা আরো গভীরতর দারিদ্র্যে পতিত হতে পারে সেগুলো থেকে তাদেরকে সুরক্ষা দেয়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যেমন অসুস্থতা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অর্থনৈতিক মন্দা জনিত যৌথ অভিঘাত বা অনুষঙ্গ অভিঘাত (কোভেরিয়েট শকস্) এর মতো কিছু সংকট আছে যেগুলো যেকোনো সময় আঘাত হানতে পারে। এছাড়াও রয়েছে সেইসব ঝুঁকি যা একজন ব্যক্তি তার জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে (জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) মোকাবেলা করে থাকে।

জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষ যেসব ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় সেগুলো মোকাবেলা করতে বেশিরভাগ দেশেই সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে বা ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। বস্তুত একটি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মূলধারায় থাকে জনমিতিক বিভাজন অনুযায়ী গড়ে ওঠা ভিন্ন ভিন্ন সুরক্ষা বা সহায়তা কার্যক্রম। অবশ্য অধিকাংশ দেশেরই যৌথ ঝুঁকি (কোভেরিয়েট রিস্ক) মোকাবেলায় জনগণকে বাড়তি সহায়তা প্রদানের জন্য ছোট পরিসরের বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী রয়েছে।

জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থান

জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায় ও ঝুঁকির বিপরীতে বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের অবস্থা নীচে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া তাদের দুর্বল ও সবল দিকসমূহও যেমন আলোচনা করা হয়েছে, তেমনি জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে প্রদেয় সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার মধ্যে যে ঘাটতি রয়েছে সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাক শৈশবকাল

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহে অতি কমবয়সী ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ শিশুদের অন্তর্ভুক্তি খুবই সামান্য যদিও তারা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে, বিশেষ করে পুষ্টিহীনতার ক্ষেত্রে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে স্বল্প পরিমাণের শিশু অনুদান দেয়, তা দরিদ্র স্তন্যদায়ী মায়েদের জন্য মাতৃত্ব ভাতা কর্মসূচি নামে পরিচিত; দেশের মাত্র এক লাখ পরিবার এ ভাতা পেয়ে থাকে। সুতরাং শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার সংস্থানে যে ঘাটতি রয়েছে তা ব্যাপক। বস্তুত, প্রায় ১৫ মিলিয়ন শিশু কোন ধরনের প্রত্যক্ষ সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা পায় না। এ বিরাট ঘাটতি পূরণ করা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের জন্য একটি অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।

বিদ্যালয়গামী ছেলেমেয়ে

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সবচেয়ে বেশি উপকারভোগী রয়েছে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বৃত্তি কর্মসূচিতে। প্রায় ১৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থী এ বৃত্তি সুবিধা পেয়ে থাকে, তবে সুবিধাভোগীদের সংখ্যাগরিষ্ঠই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের প্রায় ২৪ শতাংশ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৭ শতাংশ ছেলেমেয়ে বৃত্তি কর্মসূচির আওতায় রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের

জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সামান্য অনুদানের ব্যবস্থা আছে; মাত্র ১৮,৬০০ প্রতিবন্ধী শিশু এ সুবিধার আওতাভুক্ত। বৃত্তির টাকার পরিমাণ খুবই সামান্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বয়সের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থী প্রতি বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে এবং যদি এক পরিবার থেকে দুজন বৃত্তিগ্রহীতা থাকে তবে শিক্ষার্থী প্রতি টাকার পরিমাণ কমে যায়।

বৃত্তির জন্য শিশুদের অন্তর্ভুক্তি তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও প্রতিবন্ধিতার শিকার শিশুদের অন্তর্ভুক্তি অতি সামান্য। দেশের ঠিক কতসংখ্যক শিশু প্রতিবন্ধী তা জানা সম্ভব নয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের বর্তমান কভারেজ মাত্র প্রায় ৫ শতাংশ।

বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো জনপ্রতি অনুদানের পরিমাণ বা আকার; কোনো অর্থপূর্ণ বা কার্যকর প্রভাব রাখার জন্য অনুদানের পরিমাণ ও পরিধি খুবই ছোট। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পুষ্টি; শিশুদের পুষ্টির প্রতি বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার কর্মসূচিতে যথাযথ দৃষ্টি দেয়া হয়নি।

কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী (তরুণ জনগোষ্ঠীসহ)

কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর জন্য ১০টি সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। দেশে মোট আট ধরনের কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচি আছে এবং এর মধ্যে দুটো বৃহৎ কর্মসূচি হলো- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি এবং অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির লক্ষ্য হলো কৃষি খাতে কর্মহীন সময়ে গ্রাম এলাকায় যাদের কাজের খুব প্রয়োজন রয়েছে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে নারীদের জন্য। এ ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত হলো গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা প্রদান করা। এসব কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদ ব্যয়িত হয়।

কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত অন্য কর্মসূচিগুলো মহিলাদের লক্ষ্য করে নেয়া। এদের মধ্যে সর্ববৃহৎ কর্মসূচি হলো বিধবা ভাতা। এ সুবিধাভোগীদের প্রায় ২৩ শতাংশের বয়স ৬২ বছরের উপরে।

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচিতে প্রতি মাসে ৩০ কেজি খাদ্যশস্য সহায়তা প্রদান করা হয়। পরিবারগুলোর কাছে এ সহায়তার যথেষ্ট মূল্য আছে কেননা এ ভাতা মাসে ৯০০ টাকার সমপরিমাণ। ক্ষুদ্রব্যবসা গড়ে তোলার জন্য নারীরা সহায়তা পেয়ে থাকে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ২.২ মিলিয়ন নারী উপকৃত হচ্ছে।

কর্মোপযোগী নারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তামূলক উদ্যোগ হচ্ছে (যদিও নগদ অর্থ সহায়তা নয়) মায়েদের অল্পবয়সী শিশুদের সেবাযত্নের ব্যবস্থা করা, যা কর্মজীবী মায়েদেরকে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম করে। বাংলাদেশে শিশু প্রযত্নের সুবিধা খুবই সীমিত। দেশের অল্পসংখ্যক কলকারখানাতে কর্মীদের শিশু সন্তানদের জন্য দেখাশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিছু শিশু সেবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করে, যা প্রধানত ঢাকা শহরে অবস্থিত।

কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর জন্য বাদ পড়া কর্মসূচিসমূহ

আনুষ্ঠানিক খাতে কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তার দুটো বাদ পড়া ক্ষেত্র হলো বেকারত্ব বীমা এবং দুর্ঘটনাজনিত বীমা। তৈরি পোশাক শিল্পে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ও ভবন ধসের কারণে দুর্ঘটনাজনিত বীমার গুরুত্ব অনুধাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু উৎপাদনখাতে এবং সংগঠিত সেবাখাতে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ক্রমশ তৈরি বাড়ছে, সেহেতু এ দুটো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

বেড়ে চলছে। সেখানেও সামাজিক বিমার প্রয়োজনীয়তার কথা উচ্চারিত হচ্ছে। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংস্কার করে কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়া দরকার।

বয়স্কদের জন্য কর্মসূচি

যেসকল কর্মসূচি বৃদ্ধ বয়সের সাথে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সেসব কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ ব্যয় হয়। বাজেটের দিক দিয়ে, সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হলো সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন কর্মসূচি। সরকারি পেনশনের সুবিধা সচ্ছল পরিবারগুলোই বেশি পেয়ে থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বয়স্ক ভাতার আওতা বেড়েছে এবং ২.৫ মিলিয়ন লোক বয়স্ক ভাতার সুবিধা পাচ্ছে। অধিকন্তু অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের যে ভাতা দেয়া হয় তা প্রধানত বয়স্ক লোকদেরই দেয়া হয় এবং বিধবা ভাতা গ্রহীতাদেরও অনেকেই বয়স্ক। বয়স্কদের জন্য পেনশন কর্মসূচির আওতায় আছে ৬৫ উর্ধ্ব বয়সের পুরুষদের ৩৫ শতাংশ এবং ৬৩ উর্ধ্ব বয়সের মহিলাদের ৪০ শতাংশ।

জীবনচক্র ভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ–

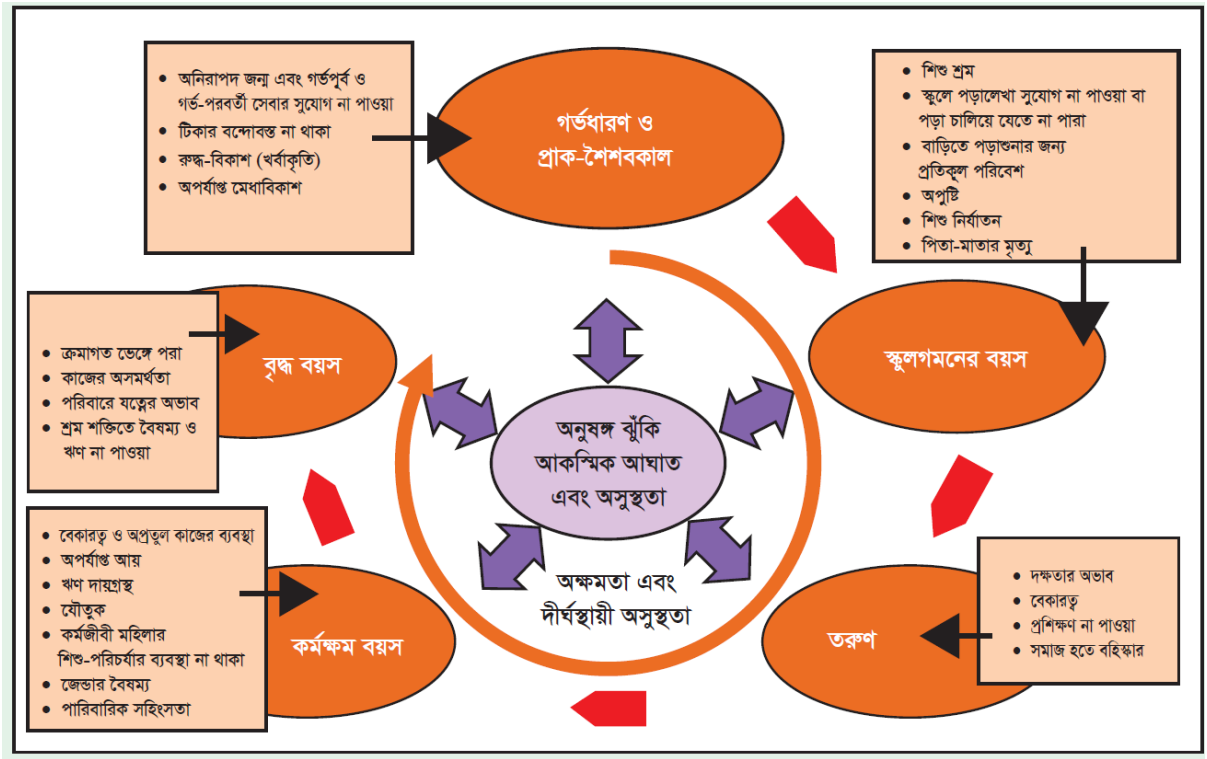

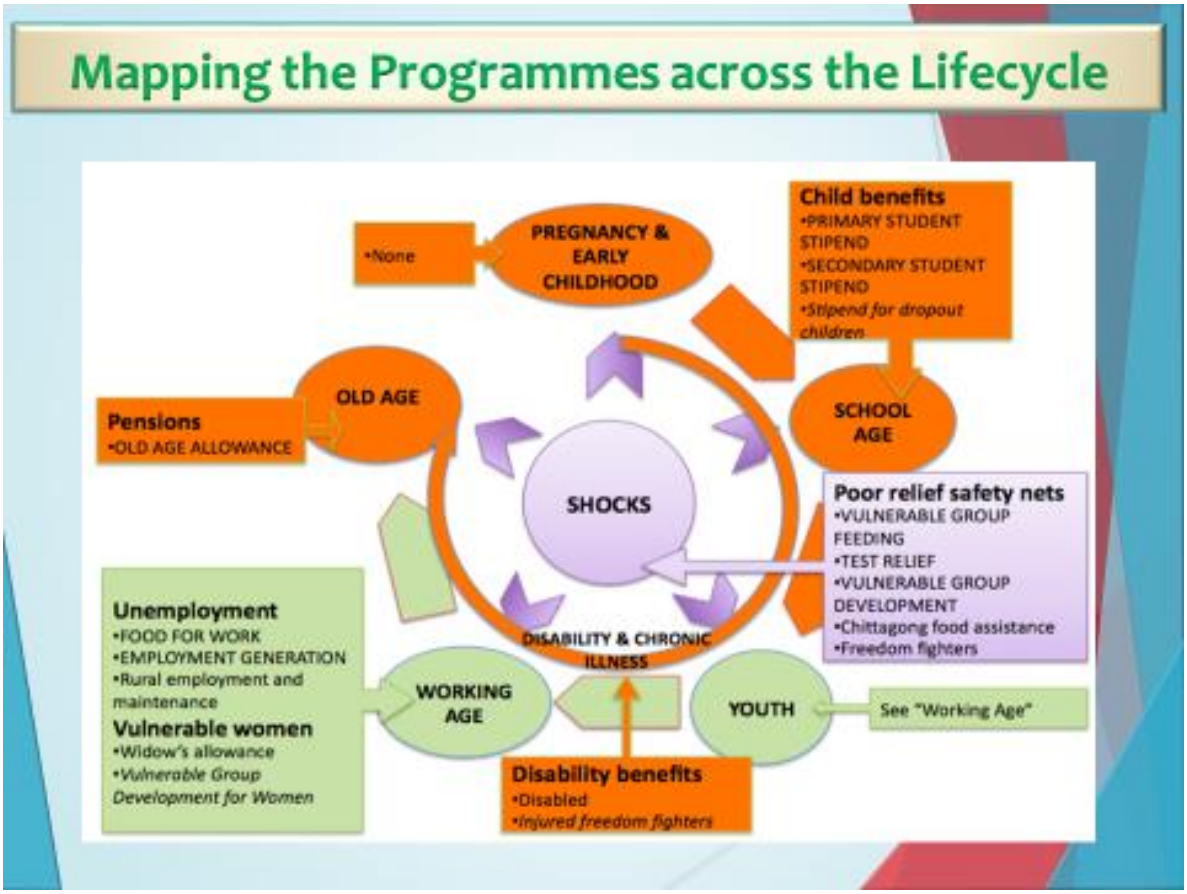

৪.২ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কমসূচিসমূহ চিহ্নিতকরণ;

জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রমের

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিভিন্ন কর্মসূচির উপকারভোগীর ধরণ.নির্বাচিত উপকারভোগীর বৈশিষ্ট্য ও কার্য পরিধি বর্ণনা করা হলো:

কর্মসূচি-উপকারভোগীর ধরণ
১. শিশুদের জন্য কর্মসূচি (<১-৪) - মাতৃ, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য - কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ
২. বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য কর্মসূচি - প্রাথমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি - মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৃত্তি - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরের খাবার - এতিমদের জন্য কর্মসূচি

কর্মসূচি-উপকারভোগীর ধরণ
৩. ক. কর্মোপযোগীদের জন্য কর্মসূচি (১৯-৫৯ বছর) - দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন - পার্বত্য চট্রগ্রাম-এর জন্য খাদ্য সহায়তা - অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি - কাজের বিনিময়ে খাদ্য - সোশাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন - পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি - একটি বাড়ি একটি খামার - ২য় আশ্রায়ণ প্রকল্প
৩. খ. মহিলাদের জন্য কর্মসূচি (বয়স ১৯-৫৯) - ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) - বিধবা, পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা - মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি (এমএইচভিএস)
৪. বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা - বয়স্ক ভাতা - ভূমিহীন ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন/গৃহ নির্মাণ - মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা - সরকারি কর্মচারীদের পেনশন
৫. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি - আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান
ঝুঁকি প্রশমনমূলক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ একীভূতকরণ
৬. যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মসূচিসমূহকে জোরদারকরণ - ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) - টেস্ট রিলিফ (টিআর) - গ্রাটুইটাস রিলিফ (জিআর) - খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)
ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচিসমূহ
৭. উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ কর্মসূচিসমূহ - উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিশেষ কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন করবে - মুক্তিযোদ্ধা সুবিধা কর্মসূচি - ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দলিত, হিজড়া, চা বাগানের শ্রমিক, এইচআইভি আক্রান্তসহ বিভিন্ন অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের অনুশীলন

মন্ত্রণালয়ের নাম		জীবনচক্র

	কর্মসূচি	বিদ্যালয় গমনকাল	তরুণ জনগোষ্ঠী	কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী	বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স
১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১. বয়স্ক ভাতা ২. বিধাব ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা ৩. অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা ৪. দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃকাল ভাতা ৫. মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা ৬. পথ শিশু পুনর্বাস কেন্দ্র ৭. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান				
২. স্থানীয় সরকার ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১. গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ২. একটি বাড়ি একটি খামার				
৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১. টিআর (খাদ্য) ২. জিআর (খাদ্য) ৩. কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ৪. কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) ৫. টিআর (নগদ) ৬. অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ৭. ভিজিএফ				
৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১. জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২. পথ শিশু পুনর্বাস কেন্দ্র ৩. শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা				
৫. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১. ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি ২. ফ্যামিলি প্লানিং ফিল্ড সার্ভিসেস				

মন্ত্রণালয়ের নাম		জীবনচক্র			
	কর্মসূচি	বিদ্যালয় গমনকাল	তরুণ জনগোষ্ঠী	কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী	বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স
মন্ত্রণালয়	ডেলিভারি				
৬. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ২. প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরী				
৭. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১. মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি				
৮. অর্থ মন্ত্রণালয়	১. চাকুরীজীবীদের জন্য পেনশন				
৯. খাদ্য মন্ত্রণালয়	১. ওএমএস				

অধিবেশন - ৫

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

অধিবেশন - ৫

বিষয়ঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

সময় : ৯০ মিনিট

উপবিষয়ঃ

৫.১ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট।

৫.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিধিমালা অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া।

৫.৩ একটি সফল প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেইস স্ট্যাডি ।

৫.৪ প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে কমিটি গঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।

উদ্দেশ্যঃ

- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভিত্তিক উপাকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ভিত্তিক উপাকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ✓ একটি সফল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপাকারভোগী নির্বাচনের সংক্রান্ত কেইস পর্যালোচনার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপাকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের জন্য কমিটি গঠনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
  কর্মসূচির মনিটরিং ও রির্পোটিং এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতিঃ

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ প্রশ্ন-উত্তর
- ✓ স্লাইড/পেস্টার প্রদর্শনী
- ✓ ঘটনা বিশ্লেষণ

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়াঃ

ধাপ-১: সময় ১৫ মিনিট

সহায়ক অংশগ্রহণকারীগণকে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি ভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবেন। এরপর জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকেউপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট আলোচনা করবেন।

ধাপ-২: সময় ১৫ মিনিট

এই ধাপে সহায়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কয়েকটি কর্মসূচির নির্বাচন প্রক্রিয়ার গাইড লাইন পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোষ্টারের মাধ্যমে আলোচনা করবেন।

ধাপ-৩: সময় ৪০ মিনিট

সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি ভিত্তিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রকৃত কয়েকটি ঘটনা (কেইস) অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক দলীয় কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে। এরজন্য অংশগ্রহণকারীদের ৪টি দলে ভাগ করে প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট কেইসের মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করবেন। দলীয় কাজ পোষ্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। পরবর্তীতে সহায়ক ঘটনাগুলোর প্রেক্ষিত বর্ণনা করবেন এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণের মতামত বিনিময় করবেন।

ধাপ-৪: সময় ২০ মিনিট

সহায়ক কর্তৃক কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়নে মনিটরিং ও রিপোর্টিং পদ্ধতি, রিপোর্টিং এর প্রয়োজনীয়তা, রিপোর্টিং এর মাধ্যমে কিভাবে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় পরবর্তীতে পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোষ্টার এবং মাধ্যমে উপস্থাপন।

পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-৫: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

৫.১ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট।

জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো ধাবিত হওয়ায় যে প্রশ্নটি সামনে আসে তা হলো, সরকারি পর্যায়ে অর্থায়িত কর্মসূচিসমূহে দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্থ পরিবারগুলোকে কি করে সর্বোত্তমভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। দরিদ্রদেরকে কীভাবে বাছাই বা টার্গেট করা যায় তা সব দেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশও একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দেখা গেছে, অনেক কর্মসূচিতেই যথাযথ ও সঠিকভাবে উদ্দীষ্ট বা টার্গেট জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ যেখানে অতিদরিদ্রদের অভিমুখী সেখানেপ্রকৃত উপকারভোগীরা সম্পদ কাঠামোর কোথায় অবস্থিত তা নির্দেশ করছে। এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে যে, দরিদ্ররা স্বচ্ছলদের চেয়ে অধিকতর সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও দরিদ্র্যদের অনেকেই মোটেই উপকৃত হয়না বা সুবিধা পায়না। বস্তুত, তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাত্রায় ব্যয় করা সত্ত্বেও ২০১০ সালে দরিদ্র্যদের মাত্র ৩৫ শতাংশ সরকারের কোনো না কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে সুবিধা পেয়েছে।

জীবনচক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিএবং উপকারভোগী নির্বাচনের ধাপ:

গর্ভধারণ এবং প্রাকশৈশবকাল

২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী যেসব পরিবারে ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তান রয়েছে সেসব পরিবারে দারিদ্র্যের হার জাতীয় দারিদ্র্য হারের চেয়ে অনেক বেশি (৪১.৭ শতাংশ)। এ থেকে বোঝা যায়, বিশেষ করে মায়েরা কোনও উপার্জনশীল কাজে নিয়োজিত থাকতে সক্ষম না হলে পরিবারে কম বয়সী সন্তান থাকলে তা অতিরিক্ত ব্যয় ও চ্যালেঞ্জের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, অনেক নারীকেই (বস্ত্রশিল্পে নিয়োজিত নারীরাসহ) সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজ ছেড়ে দিতে হয়। যখন প্রায় দারিদ্র্য পরিবারগুলোকে এ হিসাবের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তখন ০-৪ বছর বয়সী শিশু সন্তানবিশিষ্ট প্রায় ৫৭ শতাংশ পরিবারকে হয় দরিদ্র্য অথবা দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে পতিত পরিবার হিসেবে গণ্য করা যায়।

প্রাক শৈশবকালে শিশুরা অপুষ্টিজনিত কারণে যেসব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় সেগুলোর মধ্যে প্রধানতম হলো বয়সের তুলনায় উচ্চতা ও ওজন কম হওয়া। অপুষ্টি শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ব্যাহত করে, যার প্রভাব হয় জীবনব্যাপি। চিত্র ২.২ এ ২০০৪ ও ২০১৪ সালের মধ্যে কম উচ্চতা বা খর্বকায় ও কম ওজনের শিশুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখানো হয়েছে। শিশুর খর্বকায় হবার হার কমলেও এক্ষেত্রে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে

গেছে; বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে যেখানে খর্বাকৃতি শিশুর হার (৩৮ শতাংশ) শহর এলাকার (৩১ শতাংশ) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

শিশুর খর্বকায় হওয়ার কারণ নানাবিধ ও জটিল ধরনের। তবে দারিদ্র্য হ্রাস ও অধিকতর পুষ্টি যোগানের মধ্যে জোরালো আন্ত:সম্পর্ক রয়েছে; উচ্চতর আয় অপুষ্টি হ্রাসে সহায়তা করে। দরিদ্র পরিবারগুলোতেই খর্বাকৃতি শিশু জন্মের হার বেশি হয়ে থাকে। আয় স্বল্পতা-পুষ্টির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ তা খাদ্য বৈচিত্র্য কমিয়ে দিয়ে একে শুধুমাত্র ভাত নির্ভর করে ফেলে। আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসের সাথে সাথে দেশে শিশু ও কম বয়সী ছেলেমেয়েদের উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য যোগানে অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে।

বিদ্যালয় গমনকাল

শিশুদের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তা হলো স্কুলে ভর্তি হওয়া। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ৬-১০ বছর বয়সী দরিদ্র শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২০০৫ সালের ৭২ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৭৮ শতাংশ হয়েছে এবং ১১-১৫ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এ হার ৫৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশ হয়েছে। এই উভয় বয়স-গ্রুপে ছেলে শিক্ষার্থীর চেয়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বেশি। ভর্তির হার বৃদ্ধি পাওয়া একটি উৎসাহব্যঞ্জক প্রবণতা তবে এখনও আরও অনেক কিছু করার বাকি আছে, বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে।

ছেলেমেয়েদের স্কুল-ব্যবস্থার বাইরে থেকে যাওয়ার নানাবিধ কারণ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য নিঃসন্দেহে একটি প্রধান কারণ। উচ্চতর বয়স শ্রেণিভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে দারিদ্র্য-হার কম হয়ে থাকে এবং তার কারণ হলো এদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। শিশু শ্রমিকদের বেশিরভাগই দরিদ্র্য পরিবার থেকে আসে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে মেয়েদের মধ্যে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় আর তা হয়েছে মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তনের কারণে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শিশু শ্রম ও বাল্য বিবাহের প্রধান কারণ দারিদ্র্য। কিছু কিশোরী মেয়ের ওপর তাদের ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব এসে পড়ে ফলে তাদের বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয় এবং লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয়। শিশু পরিচর্যার অভাব এটাই নির্দেশ করে যে যদি নারীরা সন্তান জন্ম দেয়ার পর কাজে ফিরে আসতে চায় তাহলে তাদেরকে সন্তানের দেখাশোনা করার জন্য অন্য কাউকে খুঁজে নিতে হবে।

তরুণ জনগোষ্ঠী

কিশোর-কিশোরী ও তরুণদেরকে যে প্রধান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তা হলো তাদের দক্ষতার অভাব। তাদের অনেকেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না এবং তা পরিপূরণের জন্য পর্যাপ্ত কারিগরি প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা নেই। আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে, একদিকে যেমন বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সমতুল্য কোনও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিতে প্রবেশের সুযোগ নেই; অন্যদিকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক এবং উত্তরণসহায়ক কোন কর্মসূচিরও প্রচলন নেই। বস্তুত, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় থেকে প্রায়শই এ অভিযোগ করা হয় যে দক্ষ শ্রমিকের অপ্রতুলতা একটি বড় প্রতিবন্ধক এবং একই কারণেই তৈরি-পোশাক কারখানাগুলোকে ঢাকার বাইরে স্থাপন সম্ভব হয়না। অব্যশ্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাই একমাত্র সমাধান নয়। দীর্ঘমেয়াদে এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে শ্রম বাজারের জন্য উপযোগী হয়ে গড়ে উঠতে অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে এবং কিশোর-কিশোরীরা মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ পায়।

কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী

দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী যে বেকারত্বের সম্মুখীন তা কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ থেকে দেখা গেছে, যেখানে উন্মুক্ত বেকারত্বের হার ৪.১ শতাংশ, সেখানে কর্মে নিয়োজিতদের প্রায় ৯ শতাংশ সপ্তাহে ২০ ঘন্টার কম কাজ করে। বাংলাদেশের বড় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হলো এর বিরাট শ্রমশক্তি যদিও এ শ্রমশক্তিকে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কর্মোপযোগী বয়সের জনগোষ্ঠী বিবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। অনেকে মারাত্মক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটে ভুগে থাকেন যেগুলো থেকে উত্তরণ অত্যন্ত কঠিন। এগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশেষ বিশেষ এলাকায়, বিশেষত দেশের পশ্চিমাঞ্চল ও চর এলাকায়, সম্পদ বা বাজার ঘাটতিজনিত জমি বা আবাসন সঙ্কট। শিক্ষার নিম্নমান ও নিম্ন সাক্ষরতার হার তাদের সংকটকে আরও বাড়িয়ে দেয়। অনেকে (প্রকৃতপক্ষে শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ) অনন্যোপায় হয়ে স্বল্প পারিশ্রমিকে দিনমজুরির কাজে (প্রধানত কৃষি খাতে) নিয়োজিত হয় এবং চরম দারিদ্র্যে দিনাতিপাত করে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থেকে সহায়তা পাওয়া ছাড়া এসব পরিবার বংশপরম্পরায় প্রবাহিত দারিদ্র্যের এই দুষ্টচক্র ভাঙতে সক্ষম হবে না।

জেন্ডার বৈষম্যের কারণে কর্মজীবী নারীরা নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের চেয়ে কম (৩৬ বনাম ৮৩ শতাংশ)। নারীদের প্রতি সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবারে তাদের দুর্বল অবস্থান (দরকষাকষি ক্ষমতা বিচারে) এর কারণ। নারী কর্মীদের মজুরিও কম এবং একই কাজের জন্য নারীরা পুরুষদের চেয়ে ৬০ শতাংশ কম মজুরিও পেয়ে থাকে। এসব কারণ ছাড়াও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত হবার কারণে শ্রমশক্তিতে কিশোরী মেয়েদের প্রবেশ ও টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে, যা কম বয়সী ছেলেমেয়ে বিশিষ্ট পরিবারের ক্ষেত্রে বিরাজমান দারিদ্র্যের উচ্চ স্তরকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। যদিও নারীরা পোশাক শিল্পে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান পাচ্ছে, তাদের অনেককেই সন্তান জন্ম দেয়ার পর চাকুরি ছেড়ে দিতে হয়।

একটি অপর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় একটি পরিবারকে শিশুদের পাশাপাশি বয়স্ক জনগোষ্ঠী এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের দেখাশোনাও করতে হয়। কর্মজীবী পরিবারগুলোর উপর এটি এক ধরনের অনানুষ্ঠানিক কর, যা উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের ফলে তাদের সামর্থ্যকে সীমিত করে দেয়। নিজের ছেলেমেয়েদেরকে যে অর্থনৈতিক সমর্থন তারা দিতে পারতেন তা কমিয়ে দিতে দেয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে বৃদ্ধ বয়সে অবসরভাতা ও প্রতিবন্ধী সুবিধা যুক্তিসঙ্গত হারে প্রদান করা হয়, যা শিশুসন্তান বিশিষ্ট পরিবারগুলোর চাহিদা কমানো ছাড়াও কর্মজীবী পরিবারগুলোকে উল্লেখযোগ্য সুবিধা দিয়ে থাকে।

পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি যদি কোনও গুরুতর রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তা হলে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নীচে নেমে যেতে পারে। পরিবারগুলো সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় তা হলো স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ৯০ শতাংশ পরিবার দুর্বল স্বাস্থ্যকে অর্থনৈতিক সংকট ও সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। চিকিৎসা-খরচের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিজেদের উপার্জন থেকে নির্বাহ করতে হয়।

প্রতিবন্ধিতা

প্রতিবন্ধিতা জীবনের যেকোন স্তরেই হতে পারে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৯ শতাংশ (৮ শতাংশ পুরুষ ও ৯.৩ শতাংশ নারী) প্রতিবন্ধী অর্থাৎ কোনো না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার। তবে মারাত্মক প্রতিবন্ধীর হার মাত্র ১.৫ শতাংশ। জীবনচক্রের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবন্ধিতার প্রকোপ ভিন্ন হয়ে থাকে। ৫০ এর

কাছাকাছি বয়সে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বয়স্কদের মধ্যেই প্রতিবন্ধিতার হার সবচেয়ে বেশি। আবার পুরুষদের চেয়ে নারীদের মধ্যে প্রতিবন্ধিতার হার বেশি হয়ে থাকে। দেশের এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পরিবারে (৩১ শতাংশ) অন্তত একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি রয়েছে এবং ৬.৩ শতাংশ পরিবারে কেউ না কেউ আছে যে মারাত্মক প্রতিবন্ধী।

বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোতে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে; বাড়ছে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। বর্তমানে জনসংখ্যার ৭ শতাংশ ষাটোর্ধ্ব বয়সী এবং আগত দশকগুলোতে তা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। মোট জনসংখ্যায় বয়স্ক লোকের অংশ ২০৩০ সাল নাগাদ প্রায় ১২ শতাংশে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে অনুমিত হচ্ছে।

বয়োবৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য হার বৃদ্ধি পায়। কার্যকর বয়স্ক পেনশন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের অনেক বয়স্ক লোককে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। বয়স্ক লোকেরা শ্রমবাজারে বৈষম্যের শিকার হতে পারে। বয়স্ক লোকেদের ক্ষুদ্রঋণ প্রাপ্তির সুযোগও থাকে খুব কম। একটি জরিপে দেখা গেছে, বয়স্ক লোকদের মাত্র ১৯ শতাংশ ঋণ সুবিধা পায়। বয়স্ক লোক যেহেতু ক্রমশ দুর্বল ও অক্ষম হয়ে পড়ে, সেহেতু কাজ করাটা তখন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে ব্যয় বিশেষ করে স্বাস্থ্য সেবা ব্যয় বেড়ে যেতে পারে, যা বয়স্ক লোকেদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য হার কেন বাড়ে, বিশেষ করে যাদের বয়স আশির উপরে, তার কারণ নির্দেশ করে। তারা সাহায্য-সহায়তার জন্য ছেলেমেয়েদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং যদি তা না পায় তবে তা তাদেরকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে হয়। জনসংখ্যার পরিবর্তনশীল বয়স কাঠামো এবং বয়স্ক লোকদের সাথে বাস করবে এমন জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অনুপাত বিবেচনায় নিলে দেখা যায় যে এটা দারিদ্র্য হ্রাসে ভবিষ্যৎ অর্জনকে ব্যাহত করতে পারে।

৫.২ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ এর উপধারা ১ (গ) অনুচ্ছেদের ওয়ার্ড সভার কার্যাবলীতে উল্লেখ রয়েছে যে নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির উপকার ভোগীদের চূড়ান্ত অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে উপকার ভোগীদের সেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। কর্মসূচিসমূহের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করবে। সম্ভাব্য উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকার ভোগীর নির্বাচন বাছাই করার জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকার ভোগীর ও ভাতা প্রদানে ভূমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্যক্রম বেশ জটিল। বহুসংখক কর্মসূচি নিয়ে যা গঠিত। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় ১৪২টি (২০১৬-১৭ অর্থ বছর) কর্মসূচি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে ২৩ বা আরো বেশী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচিগুলো পরিচালিত হচ্ছে প্রত্যেক কর্মসূচি **ভিন্ন ভিন্ন উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে**।

বিভিন্ন কর্মসূচিসমূহের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরুপ ইউনিয়ন পরিষদ ভূমিকা নিম্নরূপঃ

- মুখ্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসূহ অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়;
- ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপকারভোগী প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হয়;
- উপকারভোগীদের সেবা পোঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সার্বিক সহযোগিতা করে;
- উপকারভোগী এবং সেবা প্রদানকারীর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে;
- ইউনিয়ন পরিষদ উপকারভোগী সম্পর্কে সকল ধরণের তথ্য সরবরাহ করে;
- সেবা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হলে উপকারভোগীকে ইউনিয়ন পরিষদ সহযোগিতা করে।

৫.৩ উপকারভোগীর নির্বাচন প্রক্রিয়া (কেইসের মাধ্যমে সমাধান)

কেইস-১: স্বপ্নের ইউনিয়ন পরিষদ

ইউনিয়নের নাম বুধহাটা। সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার এ ইউনিয়ন স্বপ্ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ২০১৪ সালের শেষের দিকে। স্থানীয় সরকার বিভাগের বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ৩৬ জন দু:স্থ, হত-দরিদ্র বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা এবং স্বামী পরিত্যক্তা মহিলার ১৮ মাসের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আঠার থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী মহিলাদের গ্রামীণ সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজের পাশাপাশি জীবন-দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরী শেষ হবার পরে হয় নিজেদের ছোট ব্যবসা বা আয় বর্ধক কাজ শুরু করতে পারবে না হয় স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগে কর্ম সংস্থান হবে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা পাওয়ার পর বুধহাটা ইউনিয়ন পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্বপ্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় "পারিবারিক বিরোধ নিরসন নারী ও শিশু কল্যাণ" বিষয়ক স্থায়ী কমিটির উপর। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এর সার্বিক তত্বাবধানে স্থায়ী কমিটির সব সদস্য মিলে প্রত্যেক ওয়ার্ডে অবহিতকরা সভা আয়োজন করে। অবহিতকরণ সভায় উপস্থিত জনগণকে স্বপ্ন প্রকল্পের উপকারভোগী মানদন্ড(ক্রাইটেরিয়া), নির্বাচন পদ্ধতি/নির্বাচনের তারিখ এবং স্থান বিশদভাবে জানিয়ে দেয়া হয়।

একইসাথে ব্যাপক প্রচারণার জন্য মহিলা কর্মী নির্বাচনের সমুদয় বিষয়বস্তু লিফলেট এবং পোষ্টারের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং প্রতিষ্ঠানে টানিয়ে দেয়া হয় এছাড়া মাইক ব্যবহার করেও প্রচারণা চালানো হয়। প্রচারনায় ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট বা বাইরের কোন ব্যক্তির সাথে নিয়োগ পাবার জন্য কোন প্রকার আর্থিক লেনদেন না করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জনসাধারণ এবং চাকুরী প্রত্যাশীদের জানানো হয়।

নির্ধারিত দিনে নয়টি ওয়ার্ড থেকে ১৮০ জন চাকুরী প্রার্থী হাজির হন। তাদেরকে ওয়ার্ড ভিত্তিক দাঁড় করিয়ে প্রত্যেকের ভোটার আইডি কার্ড বা ইউনিয়ন পরিষদ প্রদত্ত জন্ম সনদ দেখে অন্য প্রকল্প থেকে কোন ধরনের সাহায্য পায় কিনা তা নিশ্চিত হয়ে প্রাথমিক তালিকা করা হয়। এরপর তালিকা অনুসারে প্রত্যেক চাকুরী প্রার্থীর সাক্ষৎকার গ্রহণ করা হয় এবং এলাকার উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ওয়ার্ড মেম্বার এর মতামত সাপেক্ষে লটারীর তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

৯টি ওয়ার্ড থেকে প্রায় ১০০ জনের নাম লটারিতে অর্ন্তভূক্ত হয়। জনসম্মুখে একটি ৭-৮ বছরের শিশুর মাধ্যমে ওয়ার্ড ভিত্তিক লটারী পরিচালিত হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে ৪ জন চুড়ান্ত তালিকায় এবং বাকীদের অপেক্ষমান তালিকায় রাখা হয়। লটারীতে নির্বাচিত প্রত্যেকে মহিলার বাড়ী সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত তথ্যাবলী যাচাই বাছাইয়ের পর নির্বাচন চূড়ান্ত করা হয়। পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া ডিডিএলজি'র এর ইউএনও মহোদয় বা তাদের প্রতিনিধি এবং ইউএনডিপি'র জেলা অফিসের কর্মকর্তাগণ তদারকি করেন। ইউনিয়ন পরিষদ কোন প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় না নেয়ায় এবং প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ায় ৩৬ জন নির্বাচিত মহিলা কর্মী নিরলসভাবে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত কাজ করছে। গ্রামীণ সরকারী সম্পদ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। ইউনিয়ন পরিষদ তাদের প্রতিদিনের পাওনা ১৫ দিন পর পর ১৫০ টাকা দৈনিক মজুরী হিসেবে এবং দৈনিক ৫০ টাকা হারে মহিলাদের নামীয় ব্যাংক হিসাবে জমা করছে। চাকুরীর মেয়াদশেষে প্রতিজন মহিলাকর্মী ২২,৫০০/- টাকা সঞ্চয় বাবদ হাতে পাবেন। যা দিয়ে তারা আয়বর্ধক কর্মকান্ডে জড়িত হতে পারবেন।

ইউনিয়নের জনগণ স্বপ্ন মহিলাকর্মীদের কাজে খুব খুশি আর মহিলা কর্মীরা **'স্বপ্ন'** প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের জীবনের স্বপ্ন পূরণ হবার আনন্দে আত্মহারা।

প্রশ্নঃ

১. স্বপ্ন প্রকল্পের পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের কোন স্থানীয় কমিটি জড়িত?
২. স্বপ্ন প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচনে কি কি প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয়েছিল?
৩. নির্বাচিত উপকারভোগী মহিলারাকেন ভাল ভাবে রাস্তা/সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছেন?
৪. কর্মরত মহিলারা কেন খুশী মনে কাজ করেন?

কেইস - ২: হামরা টেকা দি কাজ পাছি বাহে, কাম করমু ক্যাঁ

কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার চন্দ্রকোনা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে উপজেলা সংযোগ সড়কের পাশে বসে আছে ১২ জন মহিলা শ্রমিক। যাদের গায়ে স্বপ্ন প্রকল্প লেখা এপ্রোন, সামনে ঝুঁড়ি, কোদাল, দরমুজ, কলসী এবং একটি দা পড়ে আছে। তারা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছে আর পান খাচ্ছে।

চন্দ্রকোনা ইউনিয়ন পরিষদের প্রাক্তন সচিব মওলানা হাফেজ উদ্দিন সহ কয়েকজন হাঁটতে হাঁটতে উপজেলা বাজারের দিকে যাচ্ছেন। পথপার্শ্বে এতজন মহিলা শ্রমিক বসে আছে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন কেন তারা

কাজ না করে বসে আছে? দলের পক্ষ থেকে লতিফা- যিনি ঐ দলের দলনেতা জবাব দিলেনআমরা ৮ টায় এসেছি, ২ ঘন্টা একটানা কাজ করার পর একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। হাফেজ সাহেব তখন তাদের বললেন খুব ভাল কিন্তু তোমাদের ঝুড়ি কোদালে তো মাটির চিহ্ন মাত্র নেই। মনে হচ্ছে তোমরা কাজ শুরুই করনি।

মহিলারা নানা অজুহাত দেয়া শুরু করলেন। হাফেজ সাহেব যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ছিলেন এবং দীর্ঘদিন কেয়ার এরআরএমপিনামক প্রকল্পের কাজ তদারকি করেছেন তাই তিনি জানতেন যে প্রত্যেক মহিলা দলের কাছে 'কাজ দেয়া এবং কাজ নেয়া' একটি রেজিষ্টার থাকে যা মূলত ১৫ দিনের কর্মপরিকল্পনা। এ পরিকল্পনা অনুসারে মহিলা দলের কাজ করার কথা। তিনি লতিফাকে সে রেজিষ্টারটি দেখাতে বললেন। এবার লতিফা ভীষণভাবে খেপে গেল এবং হাফেজ সাহেবের মুখের উপর বলে ফেলল আপনি খোঁজ নেয়ার কে? **''হামরা টেকা দি কাজ পাছি বাহে, কাম করমু ক্যাঁ।''**হাফেজ সাহেব বুঝতে পারলেন ইউনিয়ন পরিষদ কি ভুল করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে কাজ দেবার ফলে ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তা ঘাট মেরামতের কাজ ঠিকমত হয় না। পাকা রাস্তার পাড়গুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে আর দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এলাকার জনগণ।

হাফেজ সাহেব এরপর মহিলাদের কাছে তার পরিচয় তুলে ধরলেন এবং মহিলাদের ভাল কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি বললেন আমরা সকলে এ ইউনিয়ন পরিষদের বাসিন্দা। এলাকার রাস্তা ঘাট যাতায়াতের উপযোগী করে রাখা আমাদের দায়িত্ব। তোমরা সরকারি প্রকল্পের কাজ করছ তাই কাজটি করা প্রয়োজন। যদি এখন তোমরা রাস্তায় মাটি ভরাটের কাজ, না কর তবে বর্ষাকালে আমাদের ছেলেমেয়েরাই সময়মত স্কুল কলেজে যেতে পারবে না। তাতে আমাদেরই ক্ষতি হবে।লতিফা এবং তার দল মওলানা সাহেবের কথা শুনে তাদের ভুল বুঝতে পারল এবং পরিকল্পনা মাফিক কাজ শুরু করল।

প্রশ্ন:

১. রাস্তায় কারা বসে গল্প করছিল?

২. তাদের সামনে কি কি সামগ্রী/সরঞ্জাম রাখা ছিল?

৩. মওলানা সাহেবের নাম কী? তিনি মহিলাদের কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

৪. মহিলা দলনেত্রীরউত্তর কি ছিল? কেন তারা কাজ না করে বসে ছিল?

৫. কেন মহিলারা কাজ করতে শুরু করল?

৫.৪ প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে - কমিটি গঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।

প্রকল্পের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে - কমিটি গঠন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান করণীয় হচ্ছে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার কর্মসূচির ফলাফল নথিবদ্ধকরণ,এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল ফলাফল বিশ্লেষণ করা এবং ফলাফল সমূহ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ ।

স্বচ্ছতা হচ্ছে কোন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এর প্রয়োগের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত নিয়মনীতি মেনে চলা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ শৃঙ্খলিত পদক্ষেপ দ্বারা প্রভাবিত হবে। সরবরাহকৃত তথ্য প্রাসঙ্গিক ও বোধগম্য হতে হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় সকলে যখন ভাল ভাবে বুঝতে পারবে তখনই কার্যক্রমের সচ্ছতা নিশ্চিত হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, দায়বদ্ধতা মূল্যায়নের জন্য অন্যতম একটি শর্ত। শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নয় বেসরকারি ও সেচ্ছাসেবী সংস্থাসহ সমাজের সকল ধরনের সংগঠন তাঁদের কার্যক্রমে সাধারণ জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা রয়েছে। কে কার কাছে দায়বদ্ধ থাকবে সেটা নির্ভর করে যে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপগুলো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত হয় তার উপর। সাধারণত: সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের নিকট বেশী দায় বদ্ধ যারা গৃহীত সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ সমূহ দ্বারা প্রভাবিত। আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা কখনও প্রতিষ্ঠিত করা যায়না যতক্ষণ পর্যন্ত কাজের দায়বদ্ধতা ও এর ফলাফল নিশ্চিত করা না যায়। জবাবদিহিতাকে সুশাসনের অন্যতম নির্দেশক ধরা হয় কিন্তু জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করতে হলে প্রতি কার্যক্রমের যেমন ফিড ব্যাক প্রয়োজন হয় তেমনি কার্যক্রমের দায়বদ্ধতা থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়বদ্ধতা শুধু উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য কমিটির উপরই বর্তাবে না বরং যাদের দ্বারা কমিটি গঠিত হয়েছে তারাও দায়বদ্ধ হবেন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে নিয়মাবলী রয়েছে পদ্ধতিগতভাবে তা মেনে চলা, কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করা এবং তা বিশ্লেষণ করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের জন্য যে কাজগুলো সম্পাদন করতে হয় এর মধ্যে অন্যতম কার্যাদি হচ্ছে:

(১) উপকারভোগী নির্বাচন

(২) দরিদ্র জনযোষ্ঠি বা ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবার/ ব্যক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহণ, সংরক্ষণ এবং তথ্য যাচাই;

(৩) কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দুরীকরণে সহায়তা, অভিযোগ নিস্পত্তি।

এ কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়িত হবে নির্ধারিত কমিটির মাধ্যমে।

ইউনিয়ন ভিজিএফ কমিটি

কমিটির গঠন

১। চেয়ারম্যান ইউনিয়ন পরিষদ	- সভাপতি
২। ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা	- সদস্য
৩। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা (ব্লক সুপারভাইজার)	- সদস্য
৪। বিআরডিবি মাঠ সহকারী	- সদস্য
৫। ইউনিয়নের প্রতি ওয়ার্ড হতে ১ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৬। ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলা প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৭। ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	- সদস্য সচিব

কমিটির দায়িত্বাবলি

১) নির্ধারিত শর্ত ও মাপকাঠির ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করে উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক উপজেলা

২) ভিজিএফ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা;

৩) উপজেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ভিজিএফ কার্ড ওয়ার্ড ভিত্তিক ইস্যু করণের ব্যবস্থা করা;

৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণের ব্যবস্থা করা;

৫) ভিজিএফ কার্ডের তালিকা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা;

৬) ভিজিএফ কর্মসূচির নির্দেশিকা প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিটি গঠন করে উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করতে হবে;

৭) ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রণীত ভিজিএফ উপকারভোগীর তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করতে হবে;

৮) কমিটি খাদ্য সামগ্রী উত্তোলন, বিতরণ ও হিসাব সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকবে। কমিটির সভাপতি নিরীক্ষার জন্য খাদ্যশস্যের মজুদ রেজিস্টার, মাস্টার রোল ও অন্যান্য হিসাবপত্র সংরক্ষণ করবেন;

৯) উপকারভোগীর বিষয়ে অভিযোগ প্রাপ্তির পর তা তদন্তপূর্বক বাতিল ও নতুনভাবে মনোনয়ন করতে হবে।

ইউনিয়ন ভিজিডি কমিটি
কমিটি গঠন

১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান -সভাপতি

২) ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য (সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত মহিলা সদস্যাসহ) - সদস্য

৩) সহযোগী বেসরকারি সংস্থার (NGO) প্রতিনিধি - সদস্য

৪) একজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (মহিলা) - সদস্য

৫) একজন মুক্তিযোদ্ধা - সদস্য

৬) পরিবার পরিকল্পনা ওয়ার্ড কর্মী - সদস্য

৭) বিগত চক্রের দুই জন উপকারভোগী - সদস্য

৮) স্থানীয় ২ জন গণ্যমান্য ব্যাক্তি (১ জন পুরুষ ও ১ জন মহিলা) - সদস্য

৯) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সচিব - সদস্য সচিব

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এই কমিটির ৪, ৭, ৮ নং ক্রমিকের সদস্য নির্বাচন করবেন এবং ৫ নং সদস্য উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সাথে আলোচনাপূর্বক নির্বাচন করবেন।

কমিটির দায়িত্বাবলি

- নির্ধারিত শর্ত মোতাবেক ভিজিডি মহিলাদের সঠিক নির্বাচন নিশ্চিত করা;
- গমের সঠিক বিতরণ নিশ্চিত করা, বিশেষ করে ভিজিডি মহিলারা যাতে মাসিক ৩০ কিলোগ্রাম খাদ্য রেশন পায় তা নিশ্চিত করা;
- নির্দিষ্ট বিতরণ তারিখেই যেন খাদ্য বিতরণ করা হয় এবং সঠিকভাবে যেন সব রেকর্ড (মাস্টার রোল, মজুদ রেজিস্টার, সঞ্চয় রেজিস্টার, পরিদর্শন বই) সংরক্ষণ করা হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা;
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ভিজিডি কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন;
- সহযোগী বেসরকারি সংস্থাকে (NGO) প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান করা এবং উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা প্রদানে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা;
- বেসরকারি সংস্থার সঞ্চয় ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
- যে সমস্ত ইউনিয়নে বেসরকারি সংস্থার উন্নয়ন সহযোগী নেই সে সমস্ত ইউনিয়নে ভিজিডি মহিলাদের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ সভার আয়োজন করা;
- খাদ্য পণ্যের নিরাপদ এবং সঠিক গুদামজাতকরণের নিশ্চয়তা বিধান করা;
- ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে সাইনবোর্ড স্থাপন এবং উক্ত সাইনবোর্ডে কেন্দ্রের নাম, ভিজিডি মহিলার মোট সংখ্যা, খাদ্য রেশনের পরিমাণ, বিতরণ তারিখ, প্রত্যেক মহিলার বাধ্যতামূলক মাসিক সঞ্চয়ের পরিমাণ (২৫ টাকা) এবং ভিজিডি খাদ্য চক্রের মেয়াদকাল স্পষ্টভাবে লেখার নিশ্চয়তা বিধান করা;
- খাদ্য বিতরণের পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ (ইউনিয়ন পরিষদ সেক্রেটারি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন) যাতে মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পেশ করেন তার নিশ্চয়তা বিধান করা। এক্ষেত্রে, প্রতিটি ইউনিয়নের কমপক্ষে বরাদ্দকৃত কার্ডের সংখ্যা হবে ৫০টি।

ইউনিয়নে ওয়ার্ড পর্যায়ে বয়স্ক ভাতা কমিটি

কমিটির গঠন

১) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নির্বাচিত সদস্য	সভাপতি
২) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য	উপদেষ্টা
৩) ওয়ার্ড সদস্যবৃন্দ	সদস্য

কমিটির কর্মপরিধি

১) বয়স্ক ভাতা প্রদানের জন্য প্রণীত নীতিমালার আলোকে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করে তালিকা প্রণয়ন করবে;
২) চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রণীত তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির নিকট পেশ করবে;
৩) প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে তবে আপিলের প্রসঙ্গ দেখা দিলে তা উপজেলা কমিটিতে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করবে।

নির্বাচন স্থগিত এমন ইউনিয়ন পরিষদে ওয়ার্ড কমিটি

১) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সভাপতি
২) ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	সদস্য
৩) সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (১ জন পুরুষ + ১ জন মহিলা) (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৪) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ইউনিয়ন সমাজকর্মী	সদস্য-সচিব

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের মনিটরিং ও রিপোর্টিং

ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ কাঠামোর অধীনে সাধারণত তিনটি স্তরের প্রতিটি স্তরের জন্য অনেকগুলো নির্দেশক চিহ্নিত করা হয়, প্রতিটি স্তরের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফলাফল অর্জন চিহ্নিত করতে পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। এজন্য প্রাসঙ্গিক উদাহরণ এবং সম্ভাব্য উপায় বা হাতিয়ারসমূহ নিম্নের ৩টি অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে, যা উপরে বর্ণিত তিনটি স্তরের সাথে সংগতিপূর্ণ।

কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিওয়ারি পরিবীক্ষণের লক্ষ্য হবে কর্মসম্পাদন নির্দেশকসমূহের (Performance indicators) বিপরীতে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এসব নির্দেশকের মধ্যে রয়েছে:

- সেবাগ্রহীতার সংখ্যা
- প্রদত্ত সুবিধার সংখ্যা
- সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা
- খানার মোট আয় বা মাথাপিছু আয়ের শতাংশ হিসেবে সুবিধার প্রকৃত মূল্যমান

প্রকল্পের কর্মসূচির সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রভাবসমূহ মনিটরিং নির্দেশিকা নিম্নরূপ:

পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তার নিশ্চয়তা বিধানের প্রক্রিয়াই হচ্ছে মনিটরিং। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমপদ্ধতিগত মনিটরিং নিম্নরূপ:

- কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার উপাদানসমূহ ও কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নের শর্তাদি চিহ্নিত করা;
- কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের জন্য বাস্তবায়নের লক্ষ্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাস্তবায়নের নির্দেশিকা সঠিক ব্যবহারের বৈশিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করা;
- কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করে ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

মনিটরিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহঃ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সেবা প্রদান ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন, ফলাফল নথিভুক্ত করা, বিকল্প উপায়সমূহের কার্যকারিতা বিষয় নীর্তিনির্ধারকের অবহিত করা, এবং কর্মসূচি ধারাবাহিকতা ও সম্প্রসারণের জন্য চলমান পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। মনিটরিং কার্যক্রম কখন, কিভাবে করা হবে তা সুনির্দিষ্ট থাকা এবং ফলাফল ভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন তিনটি অংশে বিভক্ত হবে;

১. উপকারভোগী বাচাইয়ের যথার্থতা মনিটরিং
২. কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায়সমূহ পরিবীক্ষণকরণ
৩. কমূসূচি বাস্তবায়ন পরবর্তী উপকারভোগীর আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাই

কর্মসূচি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সভা, সভার কার্যবিবরণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি মনিটরিং আওতায় আনা প্রয়োজন;

রিপোটিং

মনিটরিং এর পরবর্তী কার্যক্রম হচেছ রিপোটিং অর্থাৎ কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অফিস/ সংস্থায় প্রেরণ বিভিন্ন প্রয়োজন। প্রতিবেদন বা রিপোটিং মূলত মাসিক, ত্রৈমাসিক ষান্মাষিক বা বৎসর ভিত্তিতে করা যায়। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক নানা ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়এবং এ সকল প্রতিবেদন উক্ত সংস্থাসমূহের কর্তৃপক্ষের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের যে সকল কর্মসূচিসমূহ বাস্তবিত হয়ে এর কার্যক্রমের বিষয়াদি হালনাগাদ করে কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ষ্মমাসিক/বার্ষিক প্রদিবেদন তৈরি করে নিকট প্রেরণ করা বাঞ্জনীয়। রিপোটিং এর মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ধারাবাহিক অবস্থা, এর অগ্রগতি, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমস্যা, ত্রুটি, কার্যক্রমের উপযোগীতা, আর্থিক সংশ্লেস, সকল স্টেক হোল্ডারগণের সম্পৃক্ততার ধরণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা ।

রিপোটিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. রিপোটিং এর মেয়াদ/সময়
২. কর্মসূচি ভিত্তিক সেবা গ্রহীতা বা উপকারভোগীর ধরণ
৩. কর্মসূচি ভিত্তিক সুবিধাভোগীদের রিপোটিং মেয়াদ প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তির ধরন

৪. আর্থিক বিবরণ ;
   (ক) কর্মসূচিভিত্তিক আর্থিক সংশ্লেস
   (খ) প্রশাসনিক ব্যয়
   (গ) অন্যান্য ব্যয় (যদি থাকে)

৫. প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়:
   (ক) কর্মসূচি সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা
   (খ) প্রশিক্ষণ/অবহিতকরণ কোর্স এর বিবরণ
   (গ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্টতার বিবরণ

৬. কমিটি সমূহের কার্যক্রম
   (ক) কর্মসূচি ভিত্তিক সভা
   (খ) গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

অধিবেশন-৬

উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

অধিবেশন-৬

বিষয়: উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা
সময়: ৬০ মিনিট

উপবিষয়:
৬.১ কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।
৬.২ উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

উদ্দেশ্য:

- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগীদের জীবনমান স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা সমূহ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।
- ✓ উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা। সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিপূর্বের অবস্থা ও পরের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহণের পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ দলীয় আলোচনা
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ স্লাইড/পেস্টার প্রদর্শনী

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১: সময় ৩০ মিনিট

সূচনাতে সহায়ক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়্যারমান, সদস্য, এবং সচিব এর দায়িত্ব্য ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইবেন। উপকার ভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মসূচির শেষ হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে দলীয় কাজের জন্য ৪টি দলে ভাগ করতে হবে। দলীয় কাজ উপস্থাপনার পর সহায়ক পূর্ব প্রস্তুকৃত স্লাইড/ পোষ্টারের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা উপস্থাপন করবেন।

ধাপ- ২: সময় ২০ মিনিট
এ পর্যায়ে সহায়ক উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক অবস্থা, জীবন যাপন পদ্ধতি, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা, তথ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া, তথ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি, পূর্বে প্রস্তুতকৃত একটি চেকলিষ্ট পূর্ব প্রস্তুকৃত স্লাইড/ পোষ্টারের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

ধাপ- ৩: সময় ১০ মিনিট
অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক অধিবেশন ভিত্তিক আলোচনার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন। সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন শেষে পরবর্তী দিনে সেশন উপস্থাপনের জন্য ৪টি জেলাকে নির্বাচিত করে ৪টি দলে ভাগ করে দিতে হবে। প্রতি দলে জন্য ৩জন করে অংশগ্রহণকারী নির্বাচন করতে হবে (একজন সহায়ক এবং ২জন সহ-সহায়ক)।

পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন- ৬: উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

৬.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা।

ক্ষুধা নির্মূল ও গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর বেশি নজর দেয়ার ফলে কর্মসূচিতে উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ হার ও কর্মসূচির অর্থায়ন এ দুটো দিক দিয়ে বাংলাদেশে খাদ্য সহায়তা ও পল্লী কর্মসংস্থানভিত্তিক কর্মসূচির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকরভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

- সামাজিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য সহজীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনায় ও বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পেশাদারিত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর সেবা প্রদান;
- সঠিক সুবিধা ভোগী চিহ্নিত করা;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদার;
- কর্মসূচি সমূহের আওতায় সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবার/জন গোষ্ঠীকে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সুবিধাভোগী নির্বাচন, প্রতিশ্রুত সুবিধা/ সেবা প্রদানে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ।

উপোরক্ত বিবেচ্য বিষয়সমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের উপর বর্তায়। যে লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের জীবন মানের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হলো:

যেহেতু বাংলাদেশের অধিক দরিদ্র জনগোষ্ঠী গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে এবং সামাজিক নিরপত্তা কর্মসূচি গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা নিমূল ও দরিদ্রতা দূরীকরণের উপায় অতএব গ্রামীণ জনগণের খুবই নিকটবর্তী স্থানীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন যথাযথ বলে মনে করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদকে সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচি বাস্তবায়নে জীবনমান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসূচিরসমূহের উদাহরনস্বরুপ কয়েকটির বিবরণ নিচে দেওয়া হলোঃ

অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অনগ্রসর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অসহায়ত্ব, বেকারত্ব এবং সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে:

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি প্রদত্ত সাংবিধানিক ও আইনগত প্রতিশ্রুতি পূরণ;

২. অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন;

৩. দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়ন;

৪. সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মাসিক ভাতা প্রদান;

৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়টি জাতীয় কমর্প রিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

কর্মসূচির পরিধি

সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ দেশের ৬৪ টি জেলার সকল শ্রেণীর পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়নের ওয়ার্ড এবং সিটি কর্পোরেশনের থানাসমূহে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর আনুপাতিক হারে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা প্রদান করা হবে।

প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড

১. আবেদনকারীকে অবশ্যই বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এর সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে;

২. বাছাইকালে আবেদনকারীর আর্থ- সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে;

৩. ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

৪. ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধীগণ ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে;

৫. নারী প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৬. বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৭. নতুন ভাতাভোগী মনোনয়নে অধিকতর দারিদ্র্য পীড়িত ও অপেক্ষাকৃত পশ্চাদপদ বা দূরবর্তী এলাকাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৮. চিকিৎসার লক্ষ্যে গরীব মানসিক/অটিস্টিক প্রতিবন্ধী শিশু (বয়স শিথিলযোগ্য) এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

ভাতা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
২. প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন- ২০০১ অনুযায়ী জেলা সমাজসেবা কার্যালয় হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা সে জেলা হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন;
৩. মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকার উর্ধে নয় এমন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ;
৪. আবেদনকারীকে অবশ্যই দুঃস্থ প্রতিবন্ধী হতে হবে;
৫. ৬ (ছয়) বছরের উর্ধে সকল ধরণের প্রতিবন্ধীকে ভাতা প্রদানের জন্য বিবেচনায় নিতে হবে;
৬. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

বয়স্কভাতা

বয়স্কভাতা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ, অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যেসরকার বয়স্কভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। বয়স্কভাতা কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি;
৩. আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদারকরণ;
৪. চিকিৎসা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ।

কার্যক্রমের পরিধি:

সমগ্র বাংলাদেশ অর্থাৎ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, ৬৪টি জেলার সকল উপজেলা, থানা, সকল শ্রেণীর পৌরসভা ও পল্লী এলাকার ইউনিয়ন পরিষদে বসবাসরত ৬৫ বছর বা তদুর্ধ বয়সের পুরুষ এবং৬২ বা তদুর্ধ বয়সের মহিলা কিংবা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়সের ব্যক্তিকে জনসংখ্যারআনুপাতিক হারে বয়স্কভাতা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হবে।

প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড:

(ক) নাগরিকত্ব : প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

(খ) বয়স : সর্বোচ্চ বয়স্ক ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(গ) স্বাস্থ্যগত অবস্থা: যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কমর্ক্ষমতাহীন তাঁকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঘ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

(১) আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে: নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে: বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, বিপত্নবীক, নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ঙ) ভূমির মালিকানা: ভূমিহীন ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ী ব্যতীত কোনোব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী ঃ

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;

২. জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;

৩. বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬৫ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৬২ বছর হতে হবে। সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত বয়স বিবেচনায় নিতে হবে;

৪. প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হতে হবে;

৫. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

বিঃদ্রঃ বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন সনদ, এসএসসি/সমমান পরীক্ষার সনদপত্র বিবেচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা:

১. সরকারি কর্মচারী পেনশনভোগী হলে;

২. দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কাডর্ধারী হলে;

৩. অন্য কোনোভাবে নিয়মিত সরকারি অনুদান/ভাতা প্রাপ্ত হলে;

৪. কোনো বেসরকারি সংস্থা/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিতভাবে আর্থিক অনুদান/ভাতা প্রাপ্ত হলে।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি:

বাছাই কমিটি:

১. বয়স্কভাতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি কমিটিথাকবে;

২. চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে;

৩. সকল শ্রেণীর পৌরসভার জন্য একটি পৃথক কমিটি থাকবে;

৪. মহানগর এলাকার জন্য একটি কমিটি থাকবে;

৫. কমিটিসমূহ তাদের কর্মপরিধি অনুযায়ী ভাতা ভোগী নির্বাচন ও ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণকরবে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি

কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র এবং অনগ্রসর মানুষের কল্যাণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করে। এ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

১. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি ;
৩. আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে তাঁদের মনোবল জোরদার করা ;
৪. চিকিৎসা সহায়তা ও পুষ্টি সরবরাহ বৃদ্ধিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

কর্মসূচির পরিধি :

বাংলাদেশের সকল উপজেলা ও উন্নয়ন সার্কেল এবং সকল শ্রেণীর পৌরসভায় প্রতিটি ওয়ার্ডে জনসংখ্যার ভিত্তিতে অতীব দরিদ্র দুঃস্থ অসহায় বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে প্রতিমাসে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এ ভাতাপ্রদান করা হবে।

বাস্তবায়নকর্তৃপক্ষ :

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। এ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং উপজেলা ও শহর সমাজসেবা কার্যালয়সমূহের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিদ্যমান জনবল,জেলা ও উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ওয়ার্ড/ইউনিয়ন/ পৌরসভা এলাকার সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় সম্পাদিত হবে।

(খ) এ কর্মসূচি সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধানের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে 'সামাজিক নিরাপত্তা বলয়কর্মসূচির সার্বিক তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' থাকবে। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় পর্যায়ে সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি থাকবে।

৮. প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড:

(ক) নাগরিকত্ব: প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

(খ) বয়স: বয়স অবস্যই ১৮ (আঠার) বছরের ঊর্ধ্বে হতে হবে। তবে সর্বোচ্চ বয়স্ক মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদানকরতে হবে।

(গ) স্বাস্থ্যগত অবস্থা: যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতাহীন তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারদিতে হবে।

(ঘ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা:

(১) আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে: নিঃস্ব, উদ্বাস্ত ও ভূমিহীনকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(২) সামাজিক অবস্থার ক্ষেত্রে: নিঃসন্তান, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদেরকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দিতেহবে।

(ঙ) ভূমির মালিকানা: ভূমিহীন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বসতবাড়ী ব্যতিত কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ ০.৫ একর বা তার কম হলে তিনি ভূমিহীন বলে গণ্য হবেন।

৯. ভাতা প্রাপকের যোগ্যতা ও শর্তাবলী :

১. সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে;
২. জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচিতি নম্বর থাকতে হবে;
৩. বয়ঃবৃদ্ধা অসহায় ও দুঃস্থ বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে;
৪. যিনি দুঃস্থ, অসহায়, প্রায় ভূমিহীন, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা এবং যার ১৬ বছর বয়সের নীচে ২টি সন্তানরয়েছে, তিনি ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;
৫. দুঃস্থ দরিদ্র বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের মধ্যে যারা প্রতিবন্ধী ও অসুস্থ তারা ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন;
৬. প্রার্থীর বার্ষিক গড় আয় ঃ অনূর্ধ ১২,০০০ (বার হাজার) টাকা হতে হবে;
৭. বাছাই কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা ঃ
১. যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মজীবী;
২. যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেনশনের সুবিধা পেয়ে থাকেন;
৩. যিনি দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কার্ডধারী;
৪. যিনি অন্য কোনভাবে নিয়মিত সরকারি অনুদান পেয়ে থাকেন;
৫. যিনি কোন বেসরকারি সংস্থা/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে নিয়মিত আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকেন।

প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি :
বাছাই কমিটি :
১. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে।
২. চূড়ান্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য উপজেলা পর্যায়ে একটি কমিটি থাকবে।
৩. সকল শ্রেণীর পৌরসভার জন্য একটি কমিটি থাকবে।
৪. কমিটিসমূহ তাদের কমর্প রিধি অনুযায়ী ভাতাভোগী নির্বাচন ও ভাতা বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ভিজিএফ কর্মসূচি

ক) উদ্দেশ্য

১. দুঃস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
২. দুঃস্থ ও শিশুদের মধ্যে পুষ্টি অবনতি রোধে সাহায্য করা;
৩. উপকারভোগীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সাময়িকভাবে সাহায্য করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখা;
৪. কর্মহীন সময়ে (Lean Period) দরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা;
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা ইত্যাদি কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র জনসাধারণকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা।

ভিজিডি কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

১. মহিলাদের বিপণনযোগ্য দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা, সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূলধন সংগ্রহের জন্য উৎসাহিত করা এবং ঋণ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে উপার্জনক্ষম করে তোলা এবং চলমান উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য যোগ্য করে তোলা;

২. ব্যবহারিক শিক্ষা এবং অন্যান্য মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণে দরিদ্র মহিলাদের দলবদ্ধভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের দুর্যোগ মোকাবেলা ও পুষ্টি উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ভিজিডি মহিলা নির্বাচনের শর্তাবলি

যে সকল পরিবারের মহিলা সদস্য নিম্নোক্ত শর্ত (অন্ততঃ ৩টি) পূরণ করবে তাঁরা বাছাইয়ের অগ্রাধিকার পাবেন। তবে, ভূমিহীন যেসব পরিবারের প্রধান মহিলা এবং অন্য কোন আয়ের উৎস নেই, সেইসব পরিবার অগ্রাধিকার পাবে। এ ছাড়া, ভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে যে সকল পরিবারে গর্ভবতি মা অথবা ২৪ মাস বয়সের কম শিশু সন্তান রয়েছে তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

১. প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অর্থাৎ যাদের কোন জমি নেই অথবা ০.১৫ একরের কম জমির মালিক। এক্ষেত্রে, ভূমিহীন পরিবার অগ্রাধিকার পাবে।
২. যেসব পরিবার দৈনিক অথবা অনিয়মিত দিন মজুর হিসাবে অতি সামান্য আয় করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সুনির্দিষ্ট কোন আয়ের উৎস নেই।
৩. পরিবারের গর্ভবতি মা অথবা ২৪ মাসের কম সয়সের শিশু সন্তান আছে (সন্তান সংখ্যা কোন ক্রমেই ২ জনের অধিক হবে না) তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং প্রতি ইউনিয়ন এ ধরনের পরিবারের জন্য ১০% কোটা নিশ্চিত করতে হবে।
৪. পরিবার প্রধান মহিলা এবং কোন উপার্জনক্ষম পূরুষ সদস্য অথবা অন্য কোন আয়ের উৎস নেই।
৫. একটি পরিবার কেবলমাত্র একটি ভিজিডি কার্ড পাবে।
৬. নির্বাচিত মহিলাগণ বিনা শর্তে এবং বিনামূল্যে ভিজিডি কার্ড পাওয়ার অধিকারী হবেন। কার্ড প্রাপ্তির বিনিময়ে কোন অবস্থাতেই কোন প্রকার সেবা বা মূল্য আদায় করা যাবে না।

বাছাই প্রক্রিয়া

ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি মহিলা বাছাইয়ের শর্তাবলী, প্রক্রিয়া এবং নির্দেশনাসমূহ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ইউনিয়ন পর্যায়ে ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটির সাথে আলোচনা করে বাছাই সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিবে। এই আলোচনা সভার পর 'ইউনিয়ন ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি' প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক পৃথক চার সদস্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্র দল গঠন করবে। এই ক্ষুদ্র দলের সদস্যগণ হবেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের পুরুষ ও মহিলা সদস্য, ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মচারী এবং ভিজিডি কার্যক্রমে নিয়োজিত এনজিও'র প্রতিনিধি। প্রতিটি ক্ষুদ্র দলের প্রধান হবেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ (কাবিখা/ কাবিটা) কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

১) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ এবং সাধারণ অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করাই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য;

২) এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি।

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারও রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর) কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

১. ছোট ছোট প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারাদেশে দরিদ্র /শ্রমিক/ বেকার জনসাধারণের কর্মসংস্থানসহ শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা;

২. কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সমাজের অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দুঃস্থ জনগণের অংশগ্রহণে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও এ কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

সেবা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

- সকল ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র মাধ্যমে উপকারভোগীদের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ;
- সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান;
- পূর্বে নির্বাচিত উপকারভোগী সঠিক না হলে তা বিধি মোতাবেক সঠিক উপকারভোগীকে প্রতিস্থাপন;
- সামাজিক নিরাপত্তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত;
- প্রতিবছর উপকারভোগী সম্পর্কে আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও হালনাগাদকরণ;
- সেবা প্রদানকারী সরকারি কার্যালয়ের সাথে নিবির সম্পর্ক রাখা;
- মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য সরকারি কার্যালয়সমূহকে সহযোগিতা করা।

৬.২ উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। যে দেশের তথ্যভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ এবং যত বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে সে দেশ তত বেশী শক্তিশালী। পৃথিবী এখন ২টি ভাগে বিভক্ত। এক অংশের জনগণ তথ্য ভাণ্ডারের সংগে সম্পৃক্ত, অপর অংশ তথ্য জগতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ডিজিটাল ডিভাইড। গ্রামীণ জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তথ্যভিত্তিক করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রণীত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৭৮, ৭৯ ও ৮০ নং ধারায় তথ্য প্রাপ্তির, তথ্য সরবরাহ ও তথ্য ব্যবহারের দিক নির্দেশনা রয়েছে। আর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্যকে যথাযথ প্রয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহাওে তথ্য ও প্রযুক্তির ৪টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে;

১. কার্যকর ও দ্বিমুখী যোগাযোগ

২. সার্বক্ষণিক সেবা প্রাপ্তি

৩. স্বল্প যোগাযোগ ব্যয়

৪. ভৌগোলিক সীমারেখা ভিত্তিক

তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে উপজেলার আওতাধীন, ইউনিয়ন পরিষদ, সেবা সংস্থা, জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান, হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিভাগ এলাকার সাধারণ জনগণের সেবা প্রদানসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। এলাকার সাধারণ জনগণের চাহিদা ও জীবনমান উন্নয়নের নিজস্ব পরিকল্পনা ইত্যাদি নীতি নির্ধারকদের নিকট জানাতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের বিস্তৃত কার্যক্রমের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সমাবেশ, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য হালনাগাদ করে নিয়মিত ব্যবহার করা অত্যন্ত অপরিহার্য। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি ডিজিটেল সেন্টার রয়েছে এবং ডিজিটেল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে হালনাগাদকরণ, বিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন

- ইউনিয়ন পরিষদকে ওয়ার্ড ভিত্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- তথ্যসমূহ অন্ততঃ প্রতি তিনমাস অন্তর বাৎসরিক সংগৃহিত তথ্য হালনাগাদ করতে হবে।
- জীবনচক্র ভিত্তিক তথ্য ভাগ করে সংযোজন করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ এবং অত্র ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার কে ব্যবহার করতে হবে।
- খানা জরিপের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের সদস্যগণের বয়স, শারিরিক সক্ষমতা/অক্ষমতা বিষয়
- পরিবারের আর্থিক অবস্থা যেমন-দরিদ্র অতিদরিদ্র ইত্যাদির বিবরণ
- পরিবারের সদস্যগণের আয়ের উৎস
- পরিবারের কোন সদস্য বা পরিবার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ইতোপূর্বে উপকারবোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কি-না, কর্মসূচির ধরণ, বৎসর ইত্যাদি সংরক্ষণ।

তথ্য সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য দিক

- এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিবরণ, ইত্যাদি নিয়মিত সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা।
- এলাকার সামগ্রিক জনগোষ্ঠির জীবন চক্রের অবস্থা অর্থাৎ গর্বকালীন শিশুর অবস্থা থেকে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠির জীবন মানের বিবরণ সংরক্ষণ।
- এলাকার হতদরিদ্র, ভূমিহীন, বিভিন্ন পঙ্গু, অক্ষম, শারিরিক ও মানুসিক প্রতিবন্ধি সংরক্ষণ হালনাগাদ।
- তথ্যাবলী সংরক্ষণের ইউনিয়ন পরিষদ পৃথক রেজিষ্ট্রার ব্যবহার করবে।
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবে।

দ্বিতীয় দিন

❖ **অধিবেশন উপস্থাপন**

❖ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল

❖ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিব্যবস্থাপনা

অধিবেশন -৭

বিষয়ঃ অধিবেশন উপস্থাপন
সময় ৯০ মিনিট

উপবিষয়ঃ
৭.১ অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয়
সেশন উপস্থাপন -
৭.২ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা ও সামাজিক সেবা
৭.৩ জীবনচক্র ভিত্তিক কর্মসূচি
৭.৪ উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া
৭.৫ সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউপি'র ভূমিকা।

উদ্দেশ্য:

- ✓ প্রশিক্ষণার্থীগণ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং সচিবগণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক সেশন পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা অর্জন করবেন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ প্রশ্ন উত্তর
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ স্লাইড/পেস্টার প্রদর্শনী

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:
ধাপ-১:
সময় : ১৫ মিনিট

সহায়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনার কৌশল ও করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের ধারনা জানতে চাইবেন। এরপর সহায়ক পূর্ব প্রস্তুতকৃত স্লাইড/ পোস্টার এর মাধ্যমে অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয় বিষয় সমূহ তুলে ধরবেন।

ধাপ-২:
সময় : ৬০ মিনিট
৪টি দলের দলীয় উপস্থাপনা প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে ৪টি দলে দলীয় কাজের দলভিত্তিক উপস্থাপনা।

ধাপ-৩: সময় ১৫ মিনিট
৪টি দলের উপস্থাপনা শেষে সহায়ক কর্তৃক দলীয় কাজের/উপস্থাপনার বিষয় প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত জানতে চাইবেন। প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামতের সারসংক্ষেপ আলোচনা করে অধিবেশন সমাপ্ত করবেন।

পাঠ সহায়িকা

৭.১ অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষকের করণীয়

প্রশিক্ষকগণের করনীয়/বর্জনীয়

- আলোচনার বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা;
- প্রশিক্ষণার্থীদের বুঝার মত সময় নিয়ে কথা বলা;
- পরিচ্ছন্ন উচ্চারণ;
- সহজ/প্রঞ্জল ভাষা ব্যবহার;
- রাগ/উত্তেজনা পরিহার করা;
- পোষাক ও ব্যবহাওে মার্জিত হওয়া;
- প্রশিক্ষণ কক্ষ অবলোকন করে নেয়া;
- কক্ষের আয়তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কথা বলা;
- প্রশিক্ষণের উপকরণ পুর্বেই পরীক্ষা করে নেয়া;
- প্রশিক্ষনার্থীদের সম্পর্কে ধারনা নেয়া;
- যথাযথভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধকরণ;
- প্রশিক্ষনার্থীদের দিকে সামনে থেকে কথা বলা;
- সবসময় পজেটিভ কথা বলার চেষ্টা করা;
- মত প্রকাশে বাধা না দেয়া;

- নতুন ধারণা/তথ্য গ্রহণ করা;
- আলোচনার সময় উচ্ছল থাকা;
- শারীরিক ভাষা যথাযথভাবে প্রকাশ করা;

- প্রশিক্ষণার্থীগণের মাঝামাঝি অবস্থান করে কথা বলার চেষ্টা করা;

– সকলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনার চেষ্টা করা;

– প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশ্ন করা এবং তাদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা;

– গল্প/অভিজ্ঞতা আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাণবন্ত করা;

– কেউ হেয় প্রতিপন্ন হতে পারে এমন বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকা;

– রাজনৈতিক আলোচনা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা;

– বিষয়ের বাহিরে আলোচনায় না যাওয়া;

– সময় সুযোগ থাকলে অনুশীলনের ব্যবস্থা করা;

– কথার ফাঁকে উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করা;

– আঞ্চলিক ভাষায় কথা না বলা, তবে সাধু ভাষায় প্রচলিত শব্দের সাথে প্রশিক্ষণ এলাকার প্রচলিত শব্দ প্রয়োগ করা যেতে পারে;

– সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কথা বলা;

– আলোচনা/প্রশ্নের সময় কারো কথা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা থেকে বিরত থাকা;

সকলের কথার সমান গুরুত্ব দেয়া।

– গাইড করার মানসিকতা রাখা;

– একাগ্রতা ও পারস্পারিক বোঝাপড়া থাকা;

– ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা;

– কথা বলা এবং শোনার ধৈর্য্য থাকা;

– প্রশিক্ষণের বিষয়কে বিশ্লেষণ করার দক্ষতা থাকা;

– বিশাল বর্ননা বা অতি সংক্ষেপে কথা শেষ না করে মাঝামাঝি অবস্থানে থাকা।

পদ্ধতি

- একক বক্তৃতা;
- উভয় পক্ষের আলোচনা;
- গ্রুপ আলোচনা;
- প্রতিবেদন তৈরীর মাধ্যমে;
- অনুশীলনের মাধ্যমে;

- সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে;
- দল থেকে দলে;
- খেলার মাধ্যমে শিক্ষা;
- অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- মত বিনিময়;
- বুদ্ধি খাঁটিয়ে শেখা;
- ছবি দেখানোর মাধ্যমে শেখা;
- ওয়ার্কশপের মাধ্যমে;
- হাতে কলমে শেখা;
- প্যানেল আলোচনা;

অধিবেশন-৮

বিষয়ঃ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল
সময়: ৪৫ মিনিট

উপবিষয়ঃ
৮.১ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিবাস্তবায়ন নীতিমালা।
৮.২ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিবাস্তবায়ন কৌশল।

উদ্দেশ্য:
মাঠ পর্যায়ে এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ইউনিযন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগগণের প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সের বিষয় ও কৌশল সম্পর্কে ব্যাখা করতে পারবে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:
- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ প্রশ্ন উত্তর
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ স্লাইড/পেস্টার প্রদর্শনী

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

ধাপ-১: সময় ৩০ মিনিট
সহায়কপূর্বে প্রস্তুতকৃত স্লাইডের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীগণকে মাঠ পর্যায়ে এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগগণের প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সের বিষয় ও কৌশল সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন।

অধিবেশন - ৯

বিষয়: স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা
সময়: ৪৫ মিনিট

উপবিষয়:
৯.১ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা

৯.২ স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সমন্বয়করণ।

উদ্দেশ্য:
মাঠ পর্যায়ে এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের (চেয়ারম্যান, সদস্য) প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কোর্স পরবর্তী প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয় সম্পর্কে ব্যাখা করতে পারবে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

- ✓ বক্তৃতা আলোচনা
- ✓ প্রশ্ন উত্তর
- ✓ ব্রেইনস্টমিং
- ✓ স্লাইড/পোস্টার প্রদর্শনী

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়াঃ

ধাপ-১: সময় ৪৫ মিনিট
সহায়ক পূর্বে প্রস্তুতকৃত স্লাইডের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীগণকে মাঠ পর্যায়ে এনআইএলজি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ইউনিযন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের প্রশাসন অবহিতকরণ কোর্সের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন প্রেরণ পদ্ধতি সম্পর্কে উপস্থাপন করবেন।

সমাপনী সেশন - ১০

কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী
সময় :৩০ মিনিট
উদ্দেশ্যঃ
- ✓ প্রশিক্ষণ পরবর্তী প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীগণের মূল্যায়ন যাচাই।
- ✓ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য অংশগ্রহণকারীগণকে প্রত্যায়ন করা।
- ✓ কোর্সের সমাপনী পর্ব পরিচালন।

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দের জন্য হ্যান্ডআউট
ও
অধিবেশন সূচি

ইউপি প্রশিক্ষণের ছবি হবে

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ

অংশগ্রহণকারী : ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ

অধিবেশন পরিচালন পরিকল্পনা

অধিবেশন নং ও শিরোনাম	অধিবেশনের উদ্দেশ্যসমূহ	অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ	সময় বন্টন	মোট সময়

অধিবেশন - ১ঃ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা	✓ সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা সম্পর্কে বলতে পারবেন। ✓ ইউনিয়ন পরিষদ যে সব সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সমৃক্ত তা তুলে ধরতে সক্ষম হবেন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। ✓ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ জীবন চক্রের আলোকে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন ।	৩.১ সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা; সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা। ৩.২ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা; ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে কি কি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত সেসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিয়মাবলী। ৩.৩ জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহ চিহ্নিতকরণ।	১০ মিনিট ২০ মিনিট ৩০ মিনিট	১ ঘন্টা
অধিবেশন - ২ঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া	✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ভিত্তিক উপাকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন। ✓ একটি সফল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে উপাকারভোগী নির্বাচন সংক্রান্ত কেস পর্যালোচনার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপাকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন। ✓ কর্মসূচীর মনিটরিং ও রির্পোটিং এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	২.১ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-এর আলোকে উপকারভোগী নির্বাচনের বর্তমান প্রেক্ষাপট। ২.২ একটি সফল প্রকল্পের উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং কেস স্ট্যাডি । ২.৩ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণে - মনিটরিং এবং রিপোর্টিং এর গুরুত্ব।	১০ মিনিট ৩০ মিনিট ১০ মিনিট	১ ঘন্টা
অধিবেশন - ৩: উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা	✓ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের জীবনমান স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকাসমূহ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন। ✓ উপকারভোগীদের আর্থসামাজিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর পূর্বাবস্থা ও পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।	৩.১ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা। ৩.২ উপকারভোগীদের তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা।	৪০ মিনিট ২০ মিনিট	১ ঘন্টা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদ

অংশগ্রহণকারী: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য

পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-১: সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম এবং জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা

সামাজিক নিরাপত্তা ধারণা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সেবা

সামাজিক নিরাপত্তা

মানুষের দারিদ্র্যতা, আর্থ-সামাজিক ঝুঁকি ও বঞ্চনা ইত্যাদি প্রশমন এবং সর্বোপরি সমতাভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের জন্যে গৃহীত বিভিন্নআনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উদ্যোগকে সাধারণ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয়। তবে সামাজিক নিরাপত্তারসংজ্ঞা'র বিষয়ে বিভিন্ন দেশে ও সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশে সামাজিক ভাতা, খাদ্য নিরাপত্তা, মানব উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কার্যক্রমসমূহকেসামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সামাজিক সেবা

নাগরিক জীবনে একটি সমাজের অনেক ধরনের চাহিদা থাকে। অর্থাৎ, সমাজে বসবাস করতে হলে অনেক ধরনের সেবার প্রয়োজন হয়। যেমন- পানীয়-জলের সুবিধা, স্বাস্থ্য সুবিধা, স্যানিটেশন সুবিধা, শিক্ষার সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা ইত্যাদি নানাবিধ সেবা মানুষের জীবনযাত্রাকে সচল রাখে। এই সকল সুবিধা বা সেবার চাহিদা কিন্তু একটি পরিবার বা সমাজের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সংগে সেবার মান বা চাহিদা বাড়তে থাকে। জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক এই ধরনের সেবা প্রদানে জাতীয় সরকার, স্থানীয় সরকার এবং বানিজ্যিকভাবে সেবাদানকারী বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদান করা হয়। সৃষ্টির শুরু থেকে সামাজিক সেবার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সমাজ জীবনে সামাজিকসেবা খুবই অপরিহার্য্য।

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সামাজিক সেবার একটি অংশ বিশেষ। সামাজিক নিরাপত্তা সমাজের দুঃস্থ পরিবার বা অবহেলিত মানুষের জীবন রক্ষার জন্য নূন্যতম সহায়তা প্রদান করে। অপরদিকে সামাজিক সেবা হচ্ছে আরো ব্যাপক-জীবনমান রক্ষার জন্য বিভিন্ন সুবিধা প্রদান। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সামাজিক সেবার অংশ।

সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এক ধরনের ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রা চলমান রাখা এবং সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণি ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির আয়-বৈষম্য কমিয়ে আনা। সামাজিক নিরাপত্তার ধারনামূলক বিশ্লেষণ হচ্ছে নিম্নরূপ:

- দরিদ্র ও বিপন্ন জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত সহায়তা;
- দারিদ্র্য নিরসনের অন্যতম হাতিয়ার:
  - সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করে;
  - ধনী ও অতিদরিদ্রের আর্থিক ব্যবধান কমাতে সহায়তা করে;
  - দরিদ্র পরিবারে নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ তৈরী করে;
  - শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা আয়-বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করার সুযোগ তৈরী করে;
  - দেশের নিম্নবৃত্ত জনসাধারণের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়;
  - পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করে;
  - দারিদ্র্য ঝুঁকি মোকাবেলায় ইন্স্যুরেন্স পলিসির মতো কাজ করে;

- দেশের নিম্নবৃত্ত জনসাধারণকে দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা;
- সরকারের দক্ষতা ও জনসমর্থন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

জীবন চক্র ভিত্তিক ঝুঁকিসমূহ–

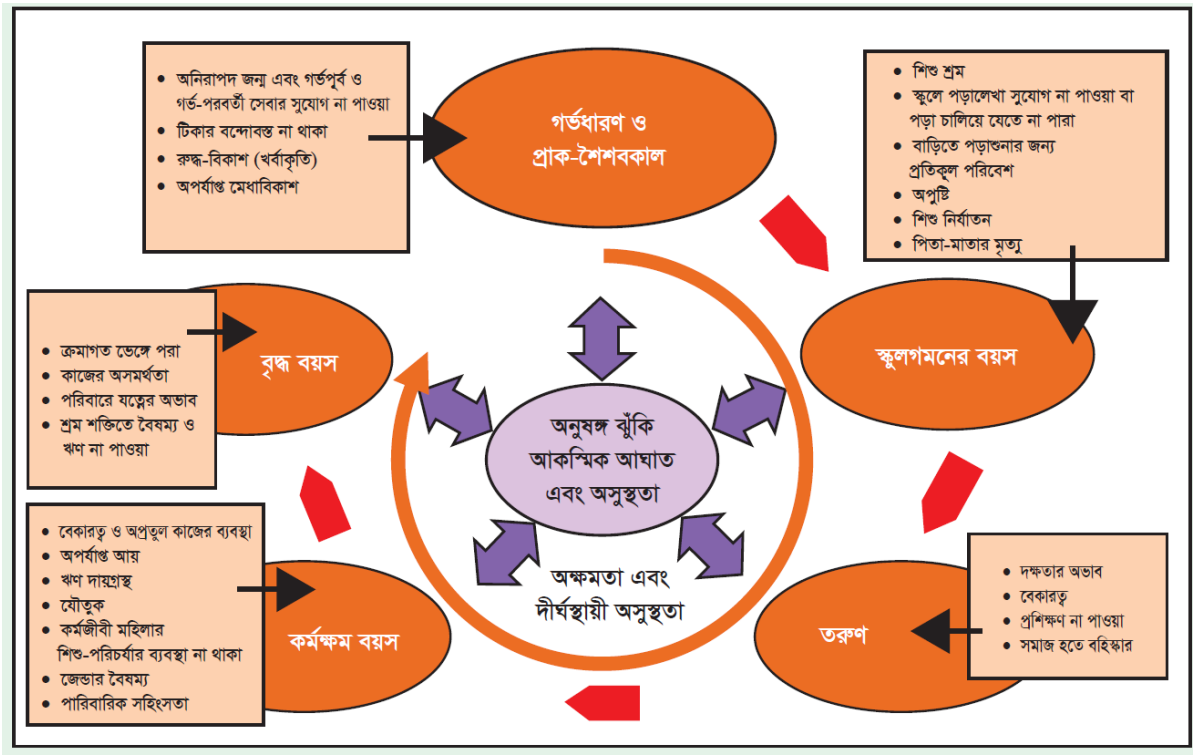

জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কার্যক্রম ঃ

ক. কর্মসূচি ও উপকারভোগীর ধরণ
১. শিশুদের জন্য কর্মসূচি (<১-৪) - মাতৃ, শিশু, প্রজনন স্বাস্থ্য - কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ
২. বিদ্যালয়গামী শিশুদের জন্য কর্মসূচি - প্রাথমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি - মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপবৃত্তি - প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খাবার - এতিমদের জন্য কর্মসূচি
৩. ক. কর্মোপযোগীদের জন্য কর্মসূচি (১৯-৫৯ বছর) - দরিদ্রদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন -পার্বত্য চট্রগ্রাম-এর জন্য খাদ্য সহায়তা - অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচি - কাজের বিনিময়ে খাদ্য - সোস্যাল ডেভেলাপমেন্ট ফাউন্ডেশন - পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি - একটি বাড়ি একটি খামার - ২য় আশ্রয়ণ প্রকল্প
৩. খ. মহিলাদের জন্য কর্মসূচি (বয়স ১৯-৫৯) -ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) - বিধবা, পরিত্যক্তা ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা - মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি (এমএইচভিএস)
৪. বয়স্কদের জন্য ব্যাপকভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা -বয়স্ক ভাতা - ভূমিহীন ও দরিদ্র মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসন/গৃহ নির্মাণ - মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মানী ভাতা - সরকারি কর্মচারীদের পেনশন
৫. প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি -আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা প্রদান
খ. ঝুঁকি প্রশমনমূলক সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহ একীভূতকরণ
৬. যৌথ (কোভেরিয়েট) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য কর্মসূচিসমূহকে জোরদারকরণ - ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) - টেস্ট রিলিফ (টিআর) - গ্রাটুইটাস রিলিফ (জিআর) - খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস)

গ. ক্ষুদ্র ও বিশেষ কর্মসূচিসমূহ
৭. উদ্ভাবনীমূলক বিশেষ কর্মসূচিসমূহ - উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বিশেষ কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন করবে - মুক্তিযোদ্ধা সুবিধা কর্মসূচি - ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দলিত, হিজড়া, চা বাগানের শ্রমিক, এইচআইভি আক্রান্তসহ বিভিন্ন অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসূচি

পাঠ সহায়িকা

২য় অধিবেশনঃ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া

জীবন-চক্র কাঠামোর আলোকে বাংলাদেশের দারিদ্র্যাবস্থা এবং উপকারভোগীর ধরণঃ

- গর্ভধারণ এবং প্রাকশৈশবকাল
- বিদ্যালয় গমনকাল
- তরুণ জনগোষ্ঠী
- কর্মোপযোগী জনগোষ্ঠী
- প্রতিবন্ধিতা
- বার্ধক্য বা বৃদ্ধ বয়স

উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া।

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ এর উপধারা ১ (গ) অনুচ্ছেদের ওয়ার্ড সভার কার্যাবলীতে উল্লেখ রয়েছে যে নির্ধারিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচির উপকারভোগীদের চূড়ান্তঅগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে উপকারভোগীদের সেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

কর্মসূচিসমূহের সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করবে। সম্ভাব্য উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনায় সহায়তাকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ হবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকার ভোগীর নির্বাচন বাছাই করার জন্য প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে। ইউনিয়ন পরিষদ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের উপকার ভোগীর ও ভাতা প্রদানে ভূমিকা পালন করে থাকে।

বর্তমান বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্যক্রম বেশ জটিল। বহুসংখক কর্মসূচি নিয়ে যা গঠিত। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় ১৪২টি কর্মসূচি বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে ২৩ বা আরো বেশী মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক কর্মসূচিগুলো পরিচালিত হচ্ছে প্রত্যেক কর্মসূচি ভিন্ন ভিন্ন উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ কর্তৃক প্রকাশিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কর্মসূচিসমূহের ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরুপ ইউনিয়ন পরিষদ ভূমিকা নিম্নরূপঃ

- মুখ্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসূহ অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়;
- ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপকারভোগী প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হয়;

- উপকারভোগীদের সেবা পোঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সার্বিক সহযোগিতা করে;
- উপকারভোগী এবং সেবা প্রদানকারীর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে;
- ইউনিয়ন পরিষদ উপকারভোগী সম্পর্কে সকল ধরণের তথ্য সরবরাহ করে;
- সেবা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হলে উপকারভোগীকে ইউনিয়ন পরিষদ সহযোগিতা করে।

কর্মসূচিসমূহের পরিবীক্ষণ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিওয়ারি পরিবীক্ষণের লক্ষ্য হবে কর্মসম্পাদন নির্দেশকসমূহের (Performance indicators) বিপরীতে তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এসব নির্দেশকের মধ্যে রয়েছে:

- সেবাগ্রহীতার সংখ্যা
- প্রদত্ত সুবিধার সংখ্যা
- সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধা
- খানার মোট আয় বা মাথাপিছু আয়ের শতাংশ হিসেবে সুবিধার প্রকৃত মূল্যমান

প্রকল্পের কর্মসূচির সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রভাবসমূহ মনিটরিং নির্দেশিকা নিম্নরূপ

পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যায় তার নিশ্চয়তা বিধানের প্রক্রিয়াই হচ্ছে মনিটরিং। সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমপদ্ধতিগত মনিটরিং নিম্নরূপ:

- কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতার উপাদানসমূহ ও কার্যক্রম সফল ভাবে বাস্তবায়নের শর্তাদি চিহ্নিত করা;
- কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জনের জন্য বাস্তবায়নের লক্ষ্য, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, বাস্তবায়নের নির্দেশিকা সঠিক ব্যবহারের বৈশিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করা;
- কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করে ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মনিটরিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সেবা প্রদান ব্যবস্থায় উন্নতি সাধন, ফলাফল নথিভুক্ত করা, বিকল্প উপায়সমূহের কার্যকারিতা বিষয় নীর্তিনির্ধারকের অবহিত করা, এবং কর্মসূচি ধারাবাহিকতা ও সম্প্রসারণের জন্য চলমান পরিবীক্ষণ করা প্রয়োজন। মনিটরিং কার্যক্রম কখন, কিভাবে করা হবে তা সুনির্দিষ্ট থাকা এবং ফলাফল ভিত্তিক মনিটরিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন তিনটি অংশে বিভক্ত হবে;

১. উপকারভোগী বাচাইয়ের যথার্থতা মনিটরিং
২. কর্মসূচি বাস্তবায়নকালীন সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের উপায়সমূহ পরিবীক্ষণকরণ
৩. কমূসূচি বাস্তবায়ন পরবর্তী উপকারভোগীর আর্থসামাজিক অবস্থা যাচাই

কর্মসূচি সমূহ বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সভা, সভার কার্যবিবরণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইত্যাদি মনিটরিং আওতায় আনা প্রয়োজন;

রিপোর্টিং

মনিটরিং এর পরবর্তী কার্যক্রম হচেছ রিপোর্টিং অর্থাৎ কার্যক্রমের প্রতিবেদন তৈরি এবং প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অফিস/ সংস্থায় প্রেরণ বিভিন্ন প্রয়োজন। প্রতিবেদন বা রিপোর্টিং মূলত মাসিক, ত্রৈমাসিক ষান্মাষিক বা বৎসর ভিত্তিতে করা যায়।সরকারী বেসরকারী সংস্থা নানা ধরনের প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়এবং এ সকল প্রতিবেদন উক্ত সংস্থাসমূহের কর্তৃপক্ষের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়।ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের যে সকল কর্মসূচিসমূহ বাস্তবিত হয়ে এর কার্যক্রমের বিষয়াদি হালনাগাদ করে কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক মাসিক/ ত্রৈমাসিক/ষ্মমাসিক/বার্ষরীক প্রদিবেদন তৈরি করে নিকট প্রেরণ করা বাঞ্জনীয়। রিপোর্টিং এর মাধ্যমে কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের ধারাবাহিক অবস্থা, এর অগ্রগতি, কার্যক্রম বাস্তবায়ন সমস্যা, ত্রুটি, কার্যক্রমের উপযোগীতা, আর্থিক সংশ্লেস, সকল স্টেক হোল্ডারগণের সম্পৃক্ততার ধরণ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা।

রিপোর্টিং এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ

৮. রিপোর্টিং এর মেয়াদ/সময়
৯. কর্মসূচি ভিত্তিক সেবা গ্রহীতা বা উপকারভোগীর ধরণ
১০. কর্মসূচি ভিত্তিক সুবিধাভোগীদের রিপোর্টিং মেয়াদ প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তির ধরন
১১. আর্থিক বিবরণ ;
    (ক) কর্মসূচি ভিত্তিক আর্থিক সংশ্লেস
    (খ) প্রশাসনিক ব্যয়
    (গ) অন্যান্য ব্যয় (যদি থাকে)
১২. প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়:
    (ক) কর্মসূচি সংগে সংশ্লিষ্ট কর্মীর সংখ্যা
    (খ) প্রশিক্ষণ/অবহিতকরণ কোর্স এর বিবরণ
    (গ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্টতার বিবরণ
১৩. কমিটি সমূহের কার্যক্রম
    (ক) কর্মসূচি ভিত্তিক সভা
    (খ) গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
১৪. কর্মসূচি

পাঠ সহায়িকা

অধিবেশন-৩: উপকারভোগীদের জীবনমান ও দক্ষতা উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্বীকৃত একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র গোষ্ঠিকে চিহ্নিত করা সহজতর।
স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৪৭ ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী মূলতঃ নিম্নরূপ:

৫) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিষয়াদি
৬) জনশৃঙ্খলা রক্ষা
৭) জনকল্যাণমূলক কার্য সম্পাদিত সেবা
৮) স্থানীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পাদিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

উল্লেখিত প্রধান কার্যাবলীর ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ আইনের দ্বিতীয় তফশিলে ৩৯টি কার্যাবলী বিবরণ রয়েছে। উক্ত কার্যাবলীর (৩৯টি) মধ্যে ৮নং ক্রমিকে বর্ণিত পারিবারিক বিরোধ, যেমন- নারী ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও ৩১নং ক্রমিকে-বিধবা, এতিম, গরিব, দূঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংখ্যা ও তাদের সাহায্য করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ আইনের ৪৪নং ধারা অনুযায়ী পরিষদের সকল কার্যাদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে অর্থ্যাৎ, পরিষদের সভায় বা স্থায়ী কমিটি সমূহকে সভায় চেয়ারম্যান, সদস্যগণ কর্তৃক নিস্পন্ন করার উল্লেখ রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের আইনের ৪৫ নং ধারার ১৩টি স্থায়ী কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটি হচ্ছে সমাজকল্যাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। কমিটির কার্যপদ্ধতির আওতায় কাজগুলো নিম্নরূপ:

- ইউনিয়ন এলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা;

- ইউনিয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে পরিষদকে সহায়তা করা;
- স্থানীয় সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থসামাজিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপাশি করা;
- নিবন্ধীত স্থানীয় সেচ্ছসেবী সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নয়নমূলক কাজ পর্যবেক্ষণ ও কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদকে সুপারিশ করা;
- নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ ও নারীর শ্লীলতাহানী বন্ধের জন্য সামাজিক প্রতিরোধ তৈরিতে স্কুল, কলেজ, মক্তব ও মাদ্রাসা শিক্ষক এবং মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরহিতগণের মাধ্যমে প্রচারণা চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- স্থানীয় প্রেক্ষাপট ও চাহিদার আলোকে এ বিষয়ে কমিটি কর্তৃক অগ্রাধিকারকৃত যে কোন কাজ;
- ইউনিয়ন পরিষদ ও সরকার প্রদত্ত অন্যান্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নরূপ

- সামাজিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে সহায়তা করার জন্য সহজীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা;
- সামাজি নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনায় ও বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের পেশাদারিত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর সেবা প্রদান;
- সঠিক সুবিধা ভোগী চিহ্নিত করা;
- কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদার;
- কর্মসূচি সমূহের আওতায় সর্বাধিক ঝুকিগ্রস্ত পরিবার/জন গোষ্ঠিকে অন্তর্ভূক্তির ব্যবস্থ গ্রহণ;
- সুবিধাভোগী নির্বাচন, প্রতিশ্রুত সুবিধা/ সেবা প্রদানে সচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ।

সেবা প্রদানে ইউনিয়ন পরিষদের করণীয়

- সকল ধরণের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি'র মাধ্যমে উপকারভোগীদের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ;
- সঠিক উপকারভোগী নির্বাচনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান;
- পূর্বে নির্বাচিত উপকারভোগী সঠিক না হলে তা বিধি মোতাবেক সঠিক উপকারভোগীকে প্রতিস্থাপন;
- সামাজিক নিরাপত্তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত;
- প্রতিবছর উপকারভোগী সম্পর্কে আর্থিক ও সামাজিক তথ্যাদি হালনাগাদকরণ;
- সেবা প্রদানকারী সরকারি কার্যালয়ের সাথে নিবির সম্পর্ক রাখা;
- মানসম্মত সেবা প্রদানের জন্য সরকারি কার্যালয়সমূহকে সহযোগিতা করা।

উপকারভোগীদের তথ্যাবলি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

বর্তমান যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। যে দেশের তথ্যভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ এবং যত বিচক্ষণতার সাথে কাজে লাগাতে সক্ষম হচ্ছে সে দেশ তত বেশী শক্তিশালী। পৃথিবী এখন ২টি ভাগে বিভক্ত। এক অংশের জনগণ তথ্যভাণ্ডারের সংগে সম্পৃক্ত, অপর অংশ তথ্য জগতের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ফলে সৃষ্টি হয়েছে ডিজিটাল ডিভাইড। গ্রামীণ জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তথ্যভিত্তিক করা অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রণীত স্থানীয সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৭৮, ৭৯ ও ৮০ নং ধারায় তথ্যপ্রাপ্তির, তথ্য সরবরাহ ও তথ্য ব্যবহারের দিক নির্দেশনা রয়েছে। আর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তথ্যকে যথাযথ প্রয়োগের বিধান রাখা হয়েছে।

তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে তথ্য ও প্রযুক্তির ৪টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে

৫. কার্যকর ও দ্বিমুখী যোগাযোগ
৬. সার্বক্ষণিক সেবা প্রাপ্তি
৭. স্বল্প যোগাযোগ ব্যয়
৮. ভৌগলিক সীমারেখা ভিত্তিক

তথ্যের অবাধ প্রবাহের মাধ্যমে উপজেলার আওতাধীন, ইউনিয়ন পরিষদ, সেবা সংস্থা, জাতিগনমূলক প্রতিষ্ঠান, হস্তান্তরিত ও অহস্তান্তরিত বিভাগ এলাকার সাধারণ জনগণের সেবা প্রদানসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। এলাকার সাধারণ জনগণের চাহিদা ও জীবনমান উন্নয়নের নিজস্ব পরিকল্পনা ইত্যাদি নীতি নির্ধারকদের নিকট জানাতে পারে।

ইউনিয়ন পরিষদের বিস্তৃত কার্যক্রমের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সমাবেশ, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য হালনাগাদ করে নিয়মিত ব্যবহার করা অত্যন্ত অপরিহার্য। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একটি ডিজিটেল সেন্টার রয়েছে এবং ডিজিটেল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে হালনাগাদকরণ, বিন্যাস, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন

- ইউনিয়ন পরিষদকে ওয়ার্ড ভিত্তিক দরিদ্র জনগোষ্ঠির তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
- তথ্যসমূহ অন্ততঃ প্রতি তিনমাস অন্তর হালনাগাত করতে হবে।
- জীবনচক্র ভিত্তিক তথ্য ভাগ করে সংযোজন করতে হবে।
- তথ্য সংরক্ষণ এবং অত্র ইউনিয়নে ডিজিটাল সেন্টার কে ব্যবহার করতে হবে।
- খানা জরিপের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরিবারের সদস্যগণের বয়স, শারিরিক সক্ষমতা/অক্ষমতা বিষয়
- পরিবারের আর্থিক অবস্থা যেমন-দরিদ্র অতিদরিদ্র ইত্যাদির বিবরণ
- পরিবারের সদস্যগণের আয়ের উৎস
- পরিবারের কোন সদস্য বা পরিবার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ইতোপূর্বে উপকারবোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন কি-না, কর্মসূচির ধরণ, বৎসর ইত্যাদি সংরক্ষণ।

তথ্য সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য দিক

- এলাকার আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিবরণ, ইত্যাদি নিয়মিত সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করা।
- এলাকার সামগ্রিক জনগোষ্ঠির জীবন চক্রের অবস্থা অর্থাৎ গর্বকালীন শিশুর অবস্থা থেকে বৃদ্ধ জনগোষ্ঠির জীবন মানের বিবরণ সংরক্ষণ।
- এলাকার হতদরিদ্র, ভূমিহীন, বিভিন্ন পঙ্গু, অক্ষম, শারিরিক ও মানুসিক প্রতিবন্ধি সংরক্ষণ হালনাগাদ।
- তথ্যাবলী সংরক্ষণের ইউনিয়ন পরিষদ পৃথক রেজিষ্ট্রার ব্যবহার করবে।
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করবে।

মডিউল রিভিউ ও অনুমোদন কমিটিঃ

১. বিজয় ভট্টাচার্য্য, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - আহব্বায়ক

২. মোঃ এনামুল কাদের খান, যগ্মি-সচিব (ইউপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য

৩. মোঃ গোলাম ইয়াহিয়া, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ), এনআইএলজি - সদস্য

৪. মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার, উপ-সচিব, সমাজকল্যান মন্ত্রনালয় - সদস্য

৫. ফয়জুল ইসলাম, উপ-প্রধান, জিইডি ও এনপিডি- এসএসপিএস প্রোগ্রাম - সদস্য

৬. মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ও ডিএনপিডি- এসএসপিএস প্রোগ্রাম

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ
অংশগ্রহণকারী: উপজেলা রিসোর্স টিম সদস্য

প্রাক/পরবর্তী প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

পূর্ণমান: ৫০
সময়: ২০ মিনিট

১. সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম কি? সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক সেবা এর পার্থক্য উল্লেখ করুন।

২. সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বর্ণনা করুন;

৩. সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় কোন কোন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে;

৪. ইউনিয়ন পরিষদের ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কোন স্থায়ী কমিটির কথা বলা হয়েছে?

৫. জীবনচক্রের বয়স ভিত্তিক ধাপ সমূহ উল্লেখ করুন;

৬. জীবনচক্র ভিত্তিক ৫টি কর্মসূচির নাম লিখুন;

৭. নীচের কর্মসূচি ভিত্তিক সুবিধা ভোগীর নাম লিখুন।

ক) ভিজিডি কর্মসূচি

খ) বয়স্ক ভাতা

গ) বিধবা ভাতা

ঘ) প্রতিবন্ধি ভাতা

৮. কর্মসূচি বাস্তবায়নে সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার ৩টি উপাদান লিখুন

৯. কর্মসূচি সমূহ মনিটরিং এর ৩টি নির্দেশিকা লিখুন

১০. সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কোন কোন প্রতিষ্ঠান বেশী ভূমিকা রাখতে পারে এবং কেন।

মডিউল রিভিউ ও অনুমোদন কমিটিঃ

৭. বিজয় ভট্টাচার্য্য, অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ - আহব্বায়ক

৮. মোঃ এনামুল কাদের খান, যগ্মি-সচিব (ইউপি), স্থানীয় সরকার বিভাগ - সদস্য

৯. মোঃ গোলাম ইয়াহিয়া, পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ), এনআইএলজি - সদস্য

১০. মোঃ মোস্তফা কামাল মজুমদার, উপ-সচিব, সমাজকল্যান মন্ত্রনালয় - সদস্য

১১. ফয়জুল ইসলাম, উপ-প্রধান, জিইডি ও এনপিডি- এসএসপিএস প্রোগ্রাম - সদস্য

১২. মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

ও ডিএনপিডি- এসএসপিএস প্রোগ্রাম	- সদস্য সচিব